ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 September 2021 ■ আগরতলা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার প্রভাব, কেন্দ্রীয় অনুসরণে রাজ্যে মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষা হবে দুই পর্যায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। অতিমারির প্রভাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের অনুসরণে ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষে নতুন স্কিমের অন্তর্গত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদও মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষা দুটি পর্যায়ে আয়োজন করবে। ওই পরীক্ষা ২০২১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২২ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। দুই পর্যায়ে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হবে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষা দফতরের ওই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, শিক্ষা দফতর এবং ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকরা যৌথভাবে আজ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ওই বৈঠকে ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক এবং দ্বাদশের পরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ১০৬৪টি হাইস্কুল এবং ৪১৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নতুন স্কিমের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর কথায়, কেবলমাত্র চলতি শিক্ষা বর্ষে ওই স্কিমের অধীনে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

তাঁর বক্তব্য, করোনার তৃতীয় ঢেউ-এর প্রকোপ সম্পর্কে আমরা এখনই কিছু আন্দাজ করতে পারছি। ২০২০ এবং ২০২১ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ফলে, মাধ্যমিক এবং দ্বাদশের পরীক্ষার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কেন্দ্রীয় বোর্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বর এবং ২০২২ সালের এপ্রিলে দুই পর্যায়ে ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি বলেন, অতিমারির কারণে এমনিতেই ৩০ শতাংশ পাঠ্যক্রম কমানো হয়েছে। ফলে, প্রথম পর্যায়ে ৩৫ শতাংশ পাঠ্যক্রম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫ শতাংশ পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। উভয় পর্যায়ের পরীক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হবে। তবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা করোনা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। তাঁর বক্তব্য, ডিসেম্বরের পর করোনার প্রকোপ বাড়লে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তাঁর দাবি, উভয় পর্যায়ের পরীক্ষা বাস্তবে পরীক্ষার্থীদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা ৫০ নম্বরের হবে। তার মধ্যে ৪০ নম্বর প্রশ্ন-উত্তর এবং ১০ অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তবে, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তর ৩৫ নম্বর এবং প্র্যাকটিক্যালের জন্য ১৫ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা স্ব স্ব বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই অন্য বিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। তাঁর কথায়, প্রশ্নপত্র ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তৈরি করে দেবে। পরীক্ষার্থীদের ১ থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই ফর্ম জমা দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার বিষয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে তবেই ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, অফলাইনে ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে। বর্তমানে দশম শ্রেণিতে ৪৬ হাজার এবং দ্বাদশে ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

বহিঃরাজ্যে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু নববধুর, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বহিঃ রাজ্যে গিয়ে নববিবাহিত গৃহবধূর রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুতে দেখা দিয়েছে হাজারো প্রশ্ন। অভিযোগের তীর স্বামীর দিকে। মৃত গৃহ বধূর স্বামীর আগরতলা বিমানবন্দর থেকে পালায়ন। স্বামীর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডের সাবাসপুড় এলাকার বাসিন্দা লায়লা বেগমের মেয়ে রাজমিনা বেগমের সাথে কদমতলা থানার অন্তরগর্ত বাঘন এলাকার সিরাজ উদ্দিনের ছেলে আব্দুল হোসেনের সাথে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়।চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ ইসলাম ধর্ম অনুসারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হলেও বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবিতে স্বামীর নির্যাতন শুরু হয়।কর্মসূত্রে স্বামী আব্দুল হোসেন ব্যাঙ্গালোরে একটি বেসরকারী কোম্পানিত কর্মরত ছিল।

তাই পরবর্তীতে বিবাহের কিচ্ছু দিন পর আব্দুল হোসেন স্ত্রী রাজমিনা বেগমকে বাড়ীতে রেখে কর্মস্থল অর্থাৎ ব্যাঙ্গালোরে চলে যায়।গত পনেরো দিন পূর্বে রাজমিনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিডিও-কে মারধরের ঘটনায় ধৃত পাঁচজন জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। জনগণের স্বার্থে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিডিও সহ সরকারি আধিকারিক আক্রান্তের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত তাদের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার পোয়াংবাড়ি এলাকায় সংগঠিত ওই ঘটনায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাম জমানায় পোয়াংবাড়ি ব্লক এলাকার মাধবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি ঘর পাওয়ার জন্য সমীক্ষা করা হয়েছিল। জিও ট্যাগিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমীক্ষায় ২৪০ জনকে ঘর পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হিসেবে বাছাই করা হয়। সমস্ত নিয়ম মেনে এখন ওই প্রক্রিয়ায় বিডিও বিজয়ন্ত সরকার ঘর বণ্টনের কাজ শুরু করেন।

ঘর বণ্টনে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়ার সাথেই সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ, মাধবনগর গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা আপত্তি জানান। তাঁদের বক্তব্য, ঘর বণ্টনে নতুনভাবে সমীক্ষা করতে হবে। এতে বিডিও আপত্তি জানান। ফলে বিডিওর সাথে স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। বিডিও-কে আগের তালিকা বাতিল করে নতুন তালিকা তৈরি করার জন্য চাপ দেন তাঁরা। তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই বিজয়ন্তবাবু আধিকারিকদের নিয়ে ঘর বণ্টনের জন্য একটি দল গঠন করেন। তিনি বারবার শাসক দলের নেতা নেত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, প্রশাসনিক কাজে বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

বুধবার তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে ঘর বণ্টনের কাজে মাধবনগর পঞ্চায়েত এলাকায় যান। সেখানে যেতেই বিডিও সহ অন্যান্যদের ওপর হামলে পড়েন শাসক দলের বাহুবলীরা। তাঁরা বিডিও-কে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন। কেড়ে নেন তাঁর মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেটও। ছিড়ে ফেলেন তাঁর জামা-কাপড়। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত সিপিএম নেতা গৌতম দাশেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

সিএম হেল্পলাইন-১৯০৫, ব্যাপক সাড়া মিলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। 'সিএম হেল্পলাইন- ১৯০৫' পরিষেবা চালু হওয়ার পর জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলছে। আইটি দফতর থেকে ১০৯৫ এই নম্বরে প্রাপ্ত বিভিন্ন কলের পরিসংখ্যানে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত এই নম্বরে মোট ২,৩৩৪টি কল রিসিভ করা হয়েছে। ছুটির দিন ছাড়া শুধুমাত্র সরকারি কাজের দিনেই এত সংখ্যক বিভিন্ন কল ১৯০৫ থেকে রিসিভ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭২৬টি কলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়াও ১,২৬২টি জরুরি কলের বিষয়ে অতি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত কল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য প্রযুক্তি দফতরের যুগ্ম-অধিকর্তা সুপ্রকাশ জমাতিয়া জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরায় ১৯০৫ এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা চালু করেছিলেন। এই পরিষেবা উদ্বোধনের দিনেই ৫৩১টি কল রিসিভ করা হয়েছে বলে তথ্য প্রযুক্তি দফতর সূত্রে জানা গেছে। জনগণ যাতে সহজেই প্রশাসনের কাছে তাঁদের অভাব অভিযোগ, পরামর্শ এবং মতামত জানাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই সিএম হেল্পলাইন ১৯০৫ চালু করা হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট ত্রিপুরার ধলাই জেলায় পাইলট প্রজেক্ট বেসিসে ১৯০৫-এর সূচনা হয়েছিল। জনগণের কাছ থেকে তখনই ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় গোটা ত্রিপুরায় সিএম হেল্পলাইন চালু করা হয় গত ৬ সেপ্টেম্বর।

সোনামুড়া থানার লকআপে আসামীর মৃত্যুর ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া থানার লকআপে এক অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত দিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ওই ঘটনা সম্পর্কে কারোর কিছু জানা থাকলে নাম নথিভুক্ত করার জন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা।

প্রসঙ্গত, সোনামুড়া থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে বলারঢেফা এলাকার বাসিন্দা জামাল হুসেনকে পূর্ব মামলায় গ্রেফতার করেছিল। এ-বিষয়ে জামালের পরিবারের অভিযোগ, কোনও অসামাজিক কাজের সাথে তার যোগাযোগ ছিল না। কয়েক বছর ধরে তিনি দুবাইতে রয়েছেন। সেখানেই রোজগার করেন। জামালের বোনের দাবি, তাঁর ভাই গত ৫ সেপ্টেম্বর দুবাই ফিরে যাওয়ার জন্য টিকিট ক্রয় করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সেখানে যাওয়ার জন্য সমস্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বুধবার রাতে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ বুধবার বাড়ি থেকে জামালকে মারধর করে থানায় নিয়ে গেছে। পরেরদিন সকালে দেখা করতে চাইলে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তিনি বলেন, জামালের জন্য সকালে খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ দেখা করার অনুমতি দেয়নি। পরে খবর দিয়েছে, থানার লকআপে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ওই ঘটনায় সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী বলেন, বুধবার রাতে জামাল হুসেনকে গ্রেফতারের পর মেলাঘর এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর।। নিজ ঘরে ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা বছর পঁচিশের এক যুবক।মৃত যুবকের নাম মুজাকির হুসেন চৌধুরী।ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন বাঘন এলাকায়। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়।পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজা উপলক্ষে শুক্রবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শনিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ প্রয়াত শোক ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বহুজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। কোভিড থেকে মুক্তি পেয়েও শেষ রক্ষা হল না। কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন। এদিন সকাল ৭:১৯ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পোড় খাওয়া বাম নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১। রেখে গেছেন স্ত্রী ও এক মেয়েকে। কোভিড নেগেটিভ হওয়ার পরও তাঁর দেহে অক্সিজেনের মাত্রা অত্যাধিক কমে যাওয়ায় তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে সিপিএম পার্টি সূত্রে জানা গেছে। আজ বিকেলেই কলকাতা তাঁর মরদেহ আগরতলায় আনা হয়। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক গৌতম দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সিপিএম পলিটব্যুরো এক বিবৃতিতে গৌতম দাশের প্রয়াণে পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে।

সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রয়াত গৌতম দাশ।

গত ২৫ আগস্ট সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ করোনায় আক্রান্ত হন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত ২৭ আগস্ট তাঁকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। শুরুতে চিকিৎসায় তিনি সাড়াও দিচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর তাঁর দেহে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পানিসাগরে, গুরুতর আহত মা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ দু বছর পর বহু আলোচিত অমিতা নাথ হত্যা মামলার রায় ও সাজা ঘোষণা করলো উত্তরের জেলা ও দায়রা আদালত। এ হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত সুপ্রিয় নাথ ও তার বাবা প্রদীপ নাথ ও মা সম্পা নাথকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করে সাজা ঘোষণার করেন সেশন জজ গৌতম সরকার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত দু হাজার উনিশ সালের একুশে আগষ্ট ভোর বেলা উত্তর জেলার ধর্মনগর বিবিআই স্কুলের প্রাতঃ কালের ছাত্ররা স্কুলে এসে দেখতে পায় স্কুলের পাশে একটি অর্ধনগ্ন মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।তারপর ঘটনা চাউর হতেই বিবিআই স্কুলের পাশের পুরনো স্পোর্টস অফিসের সামনে থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মাঝবয়সী এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ধর্মনগর থানার পুলিশ।আনা হয় ফরেনসিক টিম ও ডগ স্কোয়াড।

পুলিশের তদন্তে উঠে আসে মৃত মহিলা ধর্মনগর পোস্ট অফিস রোডের অমিতা নাথ। স্বামী বছর দেড়েক আগেই মারা গিয়েছিলেন তাই মৃতা অমিতা নাথ ভাসুরের পরিবারের সাথে থাকতেন।এদিকে প্রাতঃকালের স্কুল ছাত্ররা পুলিশকে জানায়, সকাল বেলা দুই তিনজন মিলে মৃতদেহটি পুরনো স্পোর্টস অফিসের সামনে ফেলে গেছে।তাতে এলাকাবাসী ও পুলিশের সন্দেহের দানা বাঁধে মৃতার ভাসুর,ঝা ও ভাসুরের ছেলের দিকে।সেই মুহূর্তে ধর্মনগর মহিলা মোর্চার তরফ থেকে ঘটনাটি নিয়ে সঠিক তদন্তের দাবি উঠে। পাশাপাশি এলাকাবাসী থেকে অভিযোগ উঠে,মৃতার ভাসুরের ছেলে সুপ্রিয় নাথ আগের দিন রাত্রিবেলা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাকিমার সাথে বলপূর্বক যৌন লালসা চরিতার্থ করে তাকে হত্যা করেছে।

তারপর বাবা-মা ও ছেলে মিলে অমিতা নাথের মৃতদেহ পুরনো স্পোর্টস অফিসার সামনে ফেলে দেয়। পরবর্তীতে ধর্মনগর থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে খুনের দায়ে ভাসুর সহ তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভাইয়ের স্ত্রীকে খুনের দায়ে ভাসুর, ঝা এবং ভাসুরের ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন জেলা দায়রা জজ গৌতম সরকার। প্রায় ২ বছর আগে অনিতা নাথকে মেরে মৃতদেহ বি বি আই এর মাঠে ফেলে দেয়া হয়। খেলতে গিয়ে সুপ্রিয় নাথকে দেখে ফেলেছিল সকালের স্কুলের ছাত্ররা। তাদের স্বীকারোক্তির উপর মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল।

একের পর এক রহস্য বেরিয়ে এসেছিল। অনিতা নাথের খুনের অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে ধর্মনগর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সরকার পক্ষের আইনজীবী পার্থ পাল জানান, জেলা দায়রা জজ গৌতম সরকারের কোর্টে ১২ সেপ্টেম্বর শুনানি শেষ হয়। মোট ৩০ জনের সাক্ষ্যদান পর্ব হয়। তার মধ্যে চারজন স্কুল ছাত্র ছিল। তিনজন স্কুলছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর তথা আজ জেলা দায়রা জজ এই মামলার রায় দেন।

মুখ্য আসামিকে অর্থাৎ ভাসুরের ছেলে সুপ্রিয় নাথকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ নং ধারায় সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তৎসঙ্গে ৩০২ নং ধারায় আবারো সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৩২৫ ◻ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◻ ৩১ ভাদ্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দেবশিল্পীর বন্দনা

আজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো অন্যতম পার্বণ হলো বিশ্বকর্মা পূজা। বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা করা হয়। বিশ্বকর্মা পূজা কে কেন্দ্র করে শিল্পীসহ বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘকাল হইতেই বিশ্বকর্মা পূজায় উঠেন কল কারখানার মালিক থেকে শুরু করিয়া শ্রমিক-কর্মচারীরা। করোণা আবহাওয়ার কারণে গত বছর বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই বছরও করোনার হইতে আমরা পুরোপুরি মুক্ত হয় নাই। তথাপি আমাদের রাজ্যে করোনার প্রকোপ অনেকটাই কম থাকায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা সহ সর্বত্র। লক্ষনীয় বিষয় হইলো করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হইবার কারণে পূজা পার্বণ নিয়া মানুষ এখন আগের মত এতটা ব্যস্ত হইয়া উঠেন না। তদুপরি বিশ্বকর্মা পূজা নিয়া মানুষের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের কিন্তু তেমন কোনো ঘাটতি এখনো পর্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে না। তবে এই বছর বিশ্বকর্মা পূজার নৈবদ্য সাজাইতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতেছে পূজা উদ্যোক্তারা। কেননা এই বছর বাজারে অগ্নিমূল্য। প্রতিমা হইতে শুরু করিয়া যে কোন জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই সকলের পক্ষে অধিক মূল্য দিয়া পূজার নৈবেদ্য সাজানো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই আর্থিক সংকট জনিত কারণে কোনক্রমে দেব শিল্পীর পূজায় সামিল হইয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়েই কার্যত শারদ উৎসবের আগমনী বার্তা বইয়া আসে। হিন্দু বাঙালি ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে স্বাভাবিক কারণেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।বিশ্বকর্মা পূজার বড়ই পুরোদমে শুরু হইয়া যায় শারদ উৎসবের আনাগোনা। বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই বাজার হাটে মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব এ প্রত্যেকেই যথাসাধ্য নতুন জামা কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন। রাজধানী আগরতলা শহরের বাজারে ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়াছে নতুন জামা-কাপড় জুতা প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় করার প্রবণতা। তাহাতে আশায় মন বাধিয়াছেন ব্যবসায়ীরাও। গত প্রায় দুই বছর ধরিয়া মানুষের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা নাই ঠিক তেমনি আর্থিক অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে বেশ কিছুটা সময় লাগিবে। বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে আজ মিলিয়াছে এইবারের শারোদৎসব বিগত বছরের চাইতে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ন হইয়া উঠিবে। সেই প্রত্যাশাতেই দিনাতিপাত করছেন ব্যবসায়ীসহ সকল অংশের মানুষ।

গুয়াহাটিতে প্রকাশ্য দিবালোকে গাড়ি থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ছিনতাই দুষ্কৃতীর

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে প্রকাশ্য দিবালোকে গাড়ির ভিতরে যাত্রী আসন থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ছিনতাই করার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মহানগরীর বেলতলা এলাকায় এই ঘটনা সংগঠিত করেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত। জনৈক পারিজাত শইকিয়াই দুর্গা ঠাকুরের প্রতিমার বায়না করতে এইচডিএফসি-র বেলতলা ব্রাঞ্চ থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে গাড়িতে তাঁর আসনে রেখে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। যাত্রাপথে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস-এর সামনে গাড়ি থামিয়ে কোনও জিনিস কিনতে নেমেছিলেন তিনি। এই সুযোগে কোনও অজ্ঞাত দুষ্কৃতী গাড়ির আসন থেকে তাঁর টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে বাইকে চড়ে উধাও হয়ে যায়। ঘটনাটি ভুক্তভোগী পারিজাত শইকিয়ার নজরে পড়লে হল্লা-চিৎকার শুরু করেন। ইত্যবসরে স্থানীয় জনতার ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠ থানার পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী থানায় এফআইআর করেছেন বলে জানা গেছে।

রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্রের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎ অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ মোমিনের

জয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্রের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করেছেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনে গিয়েছিলেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিন। রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অসম নগর পানীয় জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী পরিষদের অধিকর্তা ললিত শর্মা। রাজ্যপালের সঙ্গে এটা একান্তই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ছিল বলে জয়পুরে অবস্থিত রাজভবন সচিবালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

নগাঁওয়ে পুলিশকর্মীর হাত থেকে উৎকোচ নিয়ে গ্রেফতার ট্রেজারি অফিসের মহিলা আধিকারিক

নগাঁও (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুলিশকর্মীর হাত থেকে উৎকোচ নিয়ে গ্রেফতার বরণ করেছেন নগাঁও ট্রেজারি অফিসের জনৈক মহিলা অফিসার। নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র এই খবর দিয়ে জানান, জেলা পুলিশের জনৈক কনস্টেবল নবীন বরার একটি বিল পাস করে দেওয়ার বিনিময়ে এক হাজার টাকা দাবি করেছিলেন ট্রেজারি অফিসের জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্টেন্ট খুশবু হরলালকা নামের মহিলা। পরবর্তীতে কনস্টেবল নবীন বরার পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করেন। পুলিশের কষা ছক অনুযায়ী এক হাজার টাকা নবীনের হাত থেকে নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা হয় জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্টেন্ট খুশবু হরলালকাকে।

শুক্রবার মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানা যাচ্ছেন অমিত শাহ, দুই রাজ্যে নানা কর্মসূচি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানায় যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুই রাজ্যে নানা কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রথমে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলায় যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তারপর যাবেন তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায়। মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই অভিযানের অংশ হিসেবে ১০ মিলিয়নের বেশি বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এরপর তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমণের প্রাক্কালে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মোদী সকাশে খাট্টার, প্রধানমন্ত্রীকে নানা বিষয়ে অবগত করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন খাট্টার। প্রধানমন্ত্রীকে নানা বিষয়ে অবগত করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে কৃষক আন্দোলনের বিষয়ও। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, হরিয়ানার চালু হওয়া নতুন উদ্যোগ ও প্রকল্প সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছি। এছাড়াও কৃষকদের আন্দোলন ও কারনালে যা হয়েছিল তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছি। খাট্টার আরও জানিয়েছেন, হরিয়ানা অরবিটাল রেল করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

হায়, জীবন এত ছোট কেনে, এই ভুবনে?

শান্তনু রায়

"আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের বৈঠকখানা বাড়ির একটিখড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন আমার বয়স সাত বছর-- আটে পড়েছি।" তার নিজের কথায় এভাবেই তীর সাহিত্য সাধনার শুরু।

বাস্তবিক ছোটবেলার বাগানের গাছ থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া ছোট একটা পাখির ছানা বন্ধুদের মিলিত পরিচর্যা সত্বেও মারা গেলে তার মা'র ডাল থেকে নেমে ছানাটিকে ডাকা এবং চারপাশে ঘুরে সনেহে ঠোকরানো দেখে খেলার সাথী বড় পাঁচু বাড়ির বৈঠকখানার দরজার পেছনে খড়ি দিয়ে দু 'টি পংক্তি লিখে ফেলল-ত্ত তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি / তার মা এসে কীদিতেছে কেউ কেউ করি।

এ দেখে বিস্মিত তিনি ছন্দ মিলিয়ে পরের চারটি পংক্তি লিখে ফেললেন- পাখির ছানা মরে গিয়েছে/ মা ডেকে ফিরে গিয়েছে / মাটির তলায় দিলাম সমাধি/ মিলিয়ে কাঁদি।'

অনেকের মতো তাঁরও সাহিত্যকর্মের সূচনা কবিতা দিয়ে-- জলধর সেনের সে সময়কার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি কবিতার মাধ্যমে। ১৯২৬-এ এক আত্মীয়ের উদ্যোগে ত্রিপদ' শিরোনামে এক কবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয়। যদিও তার প্রচার ঘনিষ্ঠ মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরমায়ুও ছিল স্বলপস্থায়ী।

তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় --- রাঢ় বাংলার জীবনের সফলতম আখ্যানকার। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকালেই রবীন্দ্ররোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিন "বন্দ্যোপাধ্যায়" সাহিত্যপিপাসু বাঙালি মনে সাড়া ফেলে হয়েছিলেন তাদের অন্যতম তারাশঙ্কর (১৮০৮- ১৯৭১)। কি উপন্যাস কি ছোট গল্প বৈচিতভরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ দক্ষতা তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "তরিপত্র" এর পরে তারাশঙ্কর আর কবিতা বিশেষ লেখেননি কিন্তু তার মধ্যে এক কবিয়াল সত্তা সতত বিরাজমান ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাৎক্ষণিক কবিতা বা গান রচনা করার এক জন্মগত ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। তার জন্মগত প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক কবিগানের আসরে ঘটনাচক্রে সুযোগ লাভে কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তথাকথিত অন্তাজ নিতাই ঠাকুরঝি'র নিরুচ্চার ভালোবাসার স্বীকৃতিদানে অপারগ হলেও তার প্রতি বর্ণ-ত্ত কটাক্ষের প্রতিক্রিয়ায় গেয়ে ওঠে "কালো যদি মন্দ তবে / কেশ পাকিলে কাদে কেনেত্ত আবার প্রেয়সী বসন্তের আকস্মিক মৃত্যুতে অপূর্ণ ভালবাসার তৃষায় আক্ষেপ করে - এই খেদ মোর মনে / ভালবেসে মিটল ন আশ, কুললো না এ জীবনে। বন্দ্যোপাধ্যায়" ত্রয়ীর মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান না থাকলেও জীবনবোধের বিভিন্নতা ও স্বীয় প্রতীতি প্রতিফলিত হয়েছে তাদের

সাহিত্যকর্মে। সমসাময়িক অপর দু'জন হলেন-ত্ত বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৪৯)ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬)। তারাশঙ্করকে শরৎনন্দ্র-উত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী তারাশঙ্কর অবশ্য ব্যক্তিগত ওপারিবারিক পরিসরের পরিধি অতিক্রম করে তুলনায় বৃহত্তর পটভূমিকা ও বিস্তৃততর জীবনের ক্যানভাসে মানবজমিনকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তীর সুদীর্ঘ সাহিত্য সাধনাকালে।

শাক্ত ও বৈষব সংস্কৃতির প্রভাবে সমৃদ্ধ লাভপুরে ১৮৯৮-এর ২৩শে জুলাই ভূমিষ্ঠ তারাশঙ্কর জন্মস্থান-মাতৃভূমি- পিতৃপুরুষের লীলাভূমি লাভপুরে কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশে বিস্মিত হয়েছেন সেই জনপদে জন্মগ্রহণে বোধ করেছেন "ভাগ্যবান?। আত্মজৈবনিক রচনা "আমার কালের কথা" বিধৃত হয়েছে উনিশ শতকের একেবারে উপান্তে লাভপুরের সমাজে দুই বিরোধী শক্তির কীভাবে দ্বন্দ চলছিল। ক্ষয়িযুঃ জমিদারতন্ত্রের গরিমার সাথে একদা গ্রামেরই বাসিন্দা নব্য অর্থবান কয়লাখনির মালিক বণিকপ্রবরের অহঙ্কারের এই ছন্দ সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ-- লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ। এমনই আবহে বেড়ে ওঠা আট বছর বয়সে পিতৃহারা তারাশঙ্কর।

পিতামহ ছিলেন সিউড়ি আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল। অল্প বয়সে জেদের বশে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত বাবা হরিদাস পরে ঘরেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সেকালেও নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। ছেলে ভবিষ্যতে উকিল হবে এই আশায় পিতামহের বিশেষ শামলাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন আর ছেলের উদ্দেশ্যে ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন—ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যতমূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের" কিন্তু বিধাতা বোধকরি অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। সদ্য তরুণ মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগায় বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ। যদিও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীর মনে কখনও তেমন দাগ কাটতে পারেনি। তিনি নিজেই এক লেখায় বলেছন-ত্ত আমি বিপ্লবী ছিলাম না। কিন্তু ১৯১৬-য় ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তার নাম থাকায়। পরবতীতে আবার সাউথ সুবার্বান কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হলেও ভগ্নস্বাস্থ্যের লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধের ফলাফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই আবহে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত গান্ধিজির অহিংসা নীতি ও ১৯২১-এ শিবনাথের পথেৰ অনুসারী নয়। প্রসঙ্গত দেশের স্বাধীনতার জন্য সহিংস বৈপ্লবিক কার্যকলাপেরক প্রতি কখনও তারাশংকরের আকর্ষণ বা সমর্থন না থাকলেও কিন্তু এই আত্মনিবেদিত অগ্নিসন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর সহমর্মী।

উল্লেখ্য, ১৯২৯ নাগাদ কল্লোল-এ প্রকাশিত "রসকলি" গল্প দিয়ে তার সাহিত্যিক অভিযাত্রী শুরু। প্রাথমিকভাবে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তভুক্তি অসহযোগ আন্দোলন তরুণ তারাশঙ্করকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০-এ কিছুদিনের জন্য তার কারাবাসও হয়। সে সময়ার তারাশঙ্করকে তার ধাত্রীদেবতার (১৯৩৯) শিবনাথের মধ্যে অংশত খুঁজে পাওয়া নিছক কাকতালীয় মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমার কালের কথায়" - ধাত্রীদেবতার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকা এই মায়ের সম্পর্কে তারশঙ্কর লিখেছেন, মোট কথা, কাল পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে প্রসন্না মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল।... আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল আরও বাস্তব। প্রথম রাখীবন্ধনের দিন কিশোর তারাশঙ্করে হাতে একটি রাখী বেঁধে দিয়ে মা প্রভাবতী দেবী মন্ত্র পড়েছিলেন-ত্ত বাংলার মাটি -বাংলার জল... এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে ধাত্রীদেবতায়ও। আবার উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী সুশীলকে বলে, "আমার স্বপ্ন হল তেত্রিশ কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য ছট্টি কোটি হাতের অংশগ্রহণ। চাই এক জনগণের বিপ। যদিও সুশীলয়ে থাকলেও সাহিত্যকর্মের স্বাতন্ত্য ও নিজস্বতায় তার অনন্যতা শীঘ্রই পরিস্ফুট হতে থাকে। আপন প্রতিভার প্রতি সুবিচারে তিনি বিশেষ গোষ্ঠী বা বলয়ের গন্তী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ করা জীবন ও যাপনকে দেশের ও মানবজীবনের বিশাল ক্যানভাসে সাহিত্যিক প্রতিস্থাপনে। তার নিজের কথায় অবশ্য সাহিত্যসাধনা শুরু হয়ে যায় জেল থেকে মুক্তির পরপরই। একসময়ে তার লেখা বড় স্থুল-চড়া নাটকীয়তার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্ত স্বয়ং খানিকটা সাদৃশ্য আছে। জীবনের অনেকখানি ডে থাকা এই মায়ের সম্পর্কে তারাশঙ্কর , "মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে রবিঠাকুরের লেখনীতে খণ্ডিত হয়েছে সে অভিযোগ। তার গল্প-উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশধাবাণীতে আনন্দে উদ্বেল হয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। চশীমগপের সমাজের নীরব ভাঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিঘাতে সম্ভার গভীরে আলোড়িত তারাশঙ্করের সাহিত্যে বারবার এন

সছে সেই ভাঙন প্রক্রিয়ার এক শ্রেণিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মরমি চিত্রন। তার রচনায় এনে সছে লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা-- বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, সাঁওতাল, আউলিয়া, বাউল, বেদে, বাজিকর প্রভৃতি যাদের জীবন ও যাপন কিঞ্চিৎ তাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও প্রত্যক্ষ রার সুযোগে। তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙন, পুরেনা একটা যুগের বিলীয়মানতা ও নতুন যুগের আগমনের পদধবনি-ত্ত নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, বিদায়ী পুরাতন ও নবীন আগন্তকের সংঘাত ও মিথনরয়া। এই নবজীবনের আগমনের দ্যোতনা যেন সুপরিস্ফুট ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত "আরোগ্য নিকেতন" নাটকেও। এরও উপজীব্য নতুন পুরাতন ধ্যানধারণার মধ্যে দ্বন্দ সংঘাত-ত্ত আধুনিক চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রতীত ববীয়ান বৈদ্যের রক্ষণশীল মানসের সংঘাত।

যে কোনও মহৎ কথাশিল্পীর মতো জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত তাড়িত হতেন তারাশঙ্করও এবং মৃত্যু ভাবনাই ছিল তার জীবন জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয়। অনেকের মতে তারশঙ্করের মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্ষণশীলতা থাকলেও সম্পূর্ণ আধুনিকতাবিমুখ ছিলেন না তবে প্রাচীন সমাজবিধির প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধ প্রতীতি ছিল কিন্তু নবজীবনের চিত্রও সৃজিত হয়েছে তাঁর লেখনিতে।

একথা সত্য যে সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে অনেক অপমান অবহেলা ও আর্থিক দৈন্যের শিকার হলেও পরবতীকালে নিরলস সাহিত্য সাধনার মাধ্যমেই অনেক পুরস্কার, সন্মান স্বীকৃতি লাভের মতো সফল হল লক্ষলাভেও-- - সর্বাথেই প্রতিষ্ঠিত হন-ত্তত কলকাতায়ও। পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, পদ্মভূষণ। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন তাসখন্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সন্মেলনে। হয়েছিলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘের সভাপতি-- মনোনীত হয়েছিলেন রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও। তার গল্প, উপন্যাস অবলম্বনে অন্তত চল্লিশটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কখনওই ছিলেন না। বিভিন্ন রোগে প্রায়শই ভূগতেন। শেষের দিকে মৃত্যুচিন্তা এসে ভর করেছিল। অবশেষে ১৯৭১- এর ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে আকস্মিক মৃত্যু এসে হানা দিয়ে নিয়ে গেল না ফেরার দেশে। তখনও কি তারও মনে আক্ষেপ হয়েছিল-ত্ত হায়, জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে? পরিশেষে, তার অর্ধশত প্রয়াণ বার্ষিকীতে কৌতুহল উঠতে পারে এই পঞ্চাশ বছরেই বিস্মরণের ধুলিঝড় কি বইতে শুরু করেছে, নাহলে গত ২৩ জুলাই ১২৪তম জন্মদিনও কি এতটা নিরুত্তাপে কেটে যেতে পারত। প্রশ্ন জাগে, অধিকাংশ বাংলা দৈনিকে এদিনটির বিশেষ উল্লেখ তীর স্মরণে অন্ততঃ একটি অনুচ্ছেদও স্থান না পাওয়া কি নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির দস্তর।

(সৌজন্যে-দৈ-স্টেটসম্যান)

প্রযুক্তির জিত

সুমন সেনগুপ্ত

রাত এগারোটায় খাবার পৌঁছে দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে যুবকটি নেমে যাওয়ার পরেই এল মেসেজটি। আপনি নিশ্চয়ই আপনার পছন্দের রেস্তোরাঁ থেকে পছন্দের খাবার সময়মতো হাতে পেয়েছেন। আপনার খাবারটি নিশ্চয়ই টাটকা ছিল। আপনার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, যিনি আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবারটি পৌঁছে দিলেন, তাঁর সেই সময়ের শারীরিক তাপমাত্রা ছিল ৯৫.৮ ডিগ্রি পারেনহাইট। যদি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এই পরিষেবার জন্য, তাহলে আপনি ওই পরিষেবা প্রদানকারী যুবকটিকে দশের মধ্যে কত দেবেন?

এরকম বার্তা হয়তো অনেকেই পান। পাওয়ার পরে-পরেই, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছয় হোক, অনেকেই হয়তো দশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল যা প্রাপ্য সংখ্যা তা দিয়েছেন, হয়তো-বা দশে দশ-ই দিয়েছেন। যাঁদের অভিযোগ থাকছে, তাঁরা অভিযোগও হয়তো করছেন। এভাবেই চলছে—খাবার পৌঁছে দেওয়ার যে-কাজ, সেই কাজের মানুষদের সঙ্গে যিনি ওই খাবার ঘরে বসে পেতে চাইছেন, তাঁর সম্পর্ক। কিন্তু বছর আগে সম্পর্কটি এমন বিশ্লেষণাত্যক ছিল না। যখন প্রথম দিকে এই মোবাইল অ্যাপ্লকেশন-নির্ভর খাবার পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা চালু হয়েছিল, তখন প্রত্যেক ডেলিভারি বয়ের মাসিক আয়। ছিল আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। এই খাবার যাঁর পৌঁছে দিতেন, তাঁদের ধর্ম বা তাঁরা আদৌ কোনও প্রতিষেধক নিয়েছেন কি না, বা তাঁদের শারীরিক তাপমাত্রা কত,

এসব নিয়ে কতজনই বা ভাবতেন? ইদানিং ভাবেন। তাই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের নতুন বুলি 'জরো কনট্যাঙ্ক ডেলিভারি'। অর্থাৎ যত-কম-সম্ভব ছোঁয়াছ এড়িয়ে খাবার পৌঁছনো। আগে যে মেসেজ আসত, তাতে ডেলিভারি বয়দের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কোনও তথ্য থাকত না। অন্য কোনও সংক্রামক রোগে তাঁরা আক্রান্ত কি না, তা-ও জানার উপায় ছিল না। প্রাপকদের মনেও এত আতঙ্ক কাজ করতে না। দেড় বছরে আতঙ্ক বেড়েছে, কাজও কমেছে। খাবার -সহ অন্য সামগ্রী ডোলভার করা যুবক বা যুবতাদের সংখ্যাও বেড়েছে। এখন জোড়া অনিশ্চয়তা --- কবোনা সংক্রমণের, এবং কাজ হারানোর। এখানেই প্রযুক্তির জিত। এই অনিশ্চয়তা, ভয় যতদিন থাকবে, ততদিন কর্পোরেট লবি-ও জিতে যাবে। এতদিন অবধি 'কোউইন' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে জানা যেত, কোথায় কোথায় প্রতিষেধক পাওয়া যাচ্ছে। এখন, সামনের মানুষটি প্রতিষেধক নিয়েছেন কি না, তা-ও জানা যাবে। অর্থাৎ একজন মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর সংস্পর্শ যে-মানুষটি একটু পরেই আসবেন, তাঁর প্রতিষেধকের তথ্য জানতে পারবেন। যদি দেখা যায়, যিনি খাবার পৌঁছতে আসবেন, তিনি প্রতিষেধক নেনেই, বা বলা ভাল পাননি, ইচ্ছা করলে তাঁকে বাতিল করতে পারেন একজন ক্লায়েন্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যিনি খাবার বা অন্য কিছুর অর্ডার দিয়েছেন, সেই মানুষটির হাতেই নির্ভর করছে ওই যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ। এঁদের উভমুখী সংকট। একদিকে সন্দেহ, অন্যদিকে ভয়। এই অনিশ্চয়ের দ্বন্দ্ব সামনে রেখে প্রযুক্তিবিদরা নিত্যননতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছেন, যা ক্লায়েন্ট এবং সরবরাহকরী---দু' পক্ষের কথা মাথায় রাখছে। মানুষও নিত্য অভ্যস্ত হয়ে উঠছে এসব মোবাইলের অ্যাপ্লিকেশনে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই কি আমরা আরও একধাপ রাষ্ট্রীয় নজরদারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? এখন যেখানে থেমে আছি, এরপরের ধাপেই হয়তো অপেক্ষা করে আছে। ফেসিয়াল রেক্গনিশন বা মুখ দেখে চেনার পদ্ধতি। যা খবর আসছে, বিভিন্ন বিমানবন্দরে এই মুখ দেখে চেনার পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। প্রথম এই পদ্ধতি আনা হয়েছিল অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য। দিন হয়তো দূরে নয়, যেদিন এই ধরনের প্রযুক্তির সাহায্যে একজন ডেলিভারি বয়কে চিনে নিতে বলা হবে, বুঝে নেওয়ার চেষ্টা চলবে সরবরাহকারী ব্যক্তিটি সবদিক থেকে নিরাপদ কি না। শুধু করোনা ভাইরাস নয়, জানা যাবে, সেই মানুষটির অতীতে কোনও অপরাধের ইতিহাস নেই তো?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিনিধি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত গৌতম দাশের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব।

৭১০০০ প্রদীপ জ্বালিয়ে সাড়ম্বরে মোদীর জন্মদিন উদযাপন করবে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাত পোহালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর ৭১তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে একগুচ্ছ বিশেষ পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি।
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বারাণসীতে ৭১ হাজার প্রদীপ প্রজ্বলন করার করা হবে। ওই প্রদীপগুলি গঙ্গা নদীর বাম পারের শহর বারাণসীর কাশীতে অবস্থিত ভারতমাতার মন্দিরে জ্বালনো হবে। ২০১৪ সাল থেকে পর পর দুই বার বারাণসী কেন্দ্র থেকেই জিতে লোকসভায় গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রদীপ জ্বলানো ছাড়াও আর একটি বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।
মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিলি করা হবে রেশন ব্যাগ। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে ওই প্রকারের ১৪ কোটি ব্যাগ বিলি করার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। প্রতিটি ব্যাগের মধ্যে লেখা থাকবে, "ধন্যবাদ মোদী জি।"
জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর হবি সম্বলিত পোস্ট কার্ড দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। সমগ্র ভারতে পাঁচ কোটি পোস্ট কার্ড পৌঁছে যাবে পোস্ট অফিসগুলির মাধ্যমে। এছাড়াও প্রিয় নেতার জন্মদিনকে স্মরণীয় করতে আরও বেশকিছু কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে বিজেপি কর্মীরা। সেই তালিকায় রয়েছে- রক্তদান শিবির, নদী পরিষ্কার অভিযান, রেশন কার্ড বিতরণ সহ নানা কর্মসূচি রয়েছে। মোদীর জন্মদিন পালনের মাধ্যমে ২০ দিনের 'সেবা অউর সম্পর্ক অভিযান' নামক কর্মসূচি নিতে চলেছে পদ্ম শিবির। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে যা চলবে আগামী অক্টোবর মাসের ৭তারিখ পর্যন্ত। উত্তরপ্রদেশের ২৭ হাজার বুথে এই অভিযান সম্পন্ন হবে। আর মাস খানেক পরে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

দিল্লিতে দু''টি প্রতিরক্ষা দফতরের উদ্বোধন, সেন্ট্রাল ভিস্তা ওয়েবসাইটেরও সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দু''টি অত্যাধুনিক দফতরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার মধ্য দিল্লির কস্তুরবা গান্ধী মার্গ ও চাণক্যপুরীর কাছে আফ্রিকা অ্যাভিনিউতে ডিফেন্স অফিস কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ ও ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং তিন বাহিনীর প্রধান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সেন্ট্রাল ভিস্তা ওয়েবসাইটের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দু''টি অফিস কমপ্লেক্স উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ভবন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা কাজে আরও গতি বাড়বে, তিন বাহিনীরও সুবিধা হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ডিফেন্স অফিস কমপ্লেক্সের যে কাজ ২৪ মাসের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, ১২ মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাও আবার করোনা-পরিস্থিতিতে। অনেক শ্রমিক এই প্রকল্পে কর্মসংস্থান পেয়েছেন।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা সশক্তিকরণে কাজ শুরু হয়েছে।'

ফের সোনু সুদের বাড়িতে হানা আয়কর আধিকারিকদের

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার দুপুরেই সোনু সুদের দফতরে হঠাৎই হানা দেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। গভীর রাত পর্যন্ত এই বলিউড অভিনেতার অফিস, বাড়িসহ আরও ৬টি জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশির পরে বৃহস্পতিবার সকালে ফের তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছেন আয়কর আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, আয়কর দফতর লখনউ-ভিত্তিক একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সঙ্গে সোনু সুদের সম্পত্তির চুক্তির তদন্ত করছেন। আর সেই তদন্তের স্বার্থেই তাঁরা বৃহস্পতিবার সোনু সুদের বাড়িতে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ওই একই বিষয়ে তদন্ত করতেই বুধবার মুম্বইয়ে অবস্থিত সোনুর আরও ৬টি অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছে। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে, সোনু সুদের কোম্পানি এবং লখনউ-ভিত্তিক একটি রিয়েল কোম্পানির মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত চালাচ্ছে আয়কর দফতর। প্রসঙ্গত, গোটা করোনা অতিমারীর আবহে সোনু সুদ পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে একজন "মসিহা" হিসেবে উঠে এসেছেন। সাধারণ মানুষের বিপদে তাঁকে বারবার এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছে দিতে দেখা গিয়েছে। তাঁরক এই প্রয়াসের জন্য ৪৮ বছর বয়সী সোনু সুদকে বাস্তব জীবনের নায়ক হিসাবে প্রশংসা করা হয় এবং করোনাভাইরাস অতিমারীর সময় মানুষকে সাহায্য করার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রগতি নিয়ে আসবে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে : নীতিন গড়করি

গুরুগ্রাম, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানার গুরুগ্রামের সোহনাতে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি। বৃহস্পতিবার সকালে এই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেই ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন আকাশপথে রাজস্থানের দৌসাতেও কাজের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করেন। টুইট করে তিনি জানান, 'হরিয়ানায় এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে ১৩০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হরিয়ানাকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে এই এক্সপ্রেসওয়ে হরিয়ানায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন আনবে।' গুরুগ্রামের সোহনাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এদিন সকালে জানান, 'আগামী দুই বছরের মধ্যে চালু হবে দিল্লি-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ে। মাত্র ৬ ঘন্টাতেই দিল্লি থেকে পৌঁছনো যাবে কাটরা, দূরত্ব কমবে ৭২৭ কিলোমিটার থেকে ৫৭২ কিলোমিটার। এছাড়াও দিল্লি-চন্ডীগড়, দিল্লি-দেহরাদুন এবং দিল্লি-হরিদ্বার সড়ক নিয়েও আমরা কাজ করছি।'

গুজরাটে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ, মন্ত্রী হলেন রাজেন্দ্র ত্রিবেদী-সহ ২৪ জন

গান্ধীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন মোট ২৪ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গান্ধীনগরে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ২৪ জনকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। গত সোমবারই গুজরাটের নতুন ও ১৭ তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি-সহ অন্যান্যরা।
এদিন যে ২৪ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাঁরা হলেন-রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার রাজেন্দ্র ত্রিবেদী। এছাড়াও হর্ষ সাংভি, জগদীশ পাঞ্চাল, ব্রিজেশ মেরজা, জিতু চৌধুরী, মণীষা ভাকিল, কানুভাই দেশাই, কিরিতসিনহ রাণা, নরেশ প্যাটেল, প্রদীপ পারমার, অর্জুনসিনহ চৌহান, জিতু ভাঘানি, রুশিকেশ প্যাটেল, পুরনেশ মোদী, রাঘবজি প্যাটেল, মুকেশ প্যাটেল, নিমিশা সুথার, অরবিন্দ রাইয়ানি, কুবের দিনদোর, কীর্তিসিনহ বাঘেলা, গজেন্দ্র পারমার, রাঘবভাই মাকওয়ানা, বিনোদ মোরাদিয়া এবং দেবাভাই মালাম প্রমুখরা গুজরাটের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ৩০ হাজার ৫৭০ জন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিগত কয়েকদিন ধরেই দেশে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী থাকার পর ফের ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার ফের দেশের দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজারের বেশি। বুধবার অবধি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৭ হাজারের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩০ হাজার ৫৭০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের তুলনায় সামান্য বেশি। ফলে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩২৫ জন। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৩১ জন। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে অনেকটা বেশি। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২৮ জন। এর মধ্যে শুধু কেরলেই আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশি। সেরাজ্যে মৃত্যুও হয়েছে ২০৮ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও স্বস্তি মিলেছে করোনার অ্যাকটিভ কেসে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯২৩ জন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় হাজার নয়েক কম। ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি জোগাচ্ছেন করোনাজয়ীরা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৭৪ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৩৮ হাজারের বেশি মানুষ। আগামী কয়েক মাসে করোনা সংক্রমণ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসবে। এমনটাই মনে করছেন ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোলের ডিরেক্টর সুজিত সিং। শীর্ষ স্থানীয় এই গবেষকের মন্তব্যে আশার আলো দেখছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তবে, একই দিনে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের পরিসংখ্যান চিন্তা বাড়াচ্ছে। টিকাকরণের গতি বাড়িয়ে সংক্রমণ ঠেকানোর প্রয়াস জারি রয়েছে দেশজুড়ে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন দেশে টিকাকরণে রেকর্ড গড়ার টার্গেট নিয়েছে কেন্দ্র।

'সেন্ট্রাল ভিস্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কুৎসা করছে বিরোধীরা', রাহুলদের কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাধানী দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প নিয়ে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে মোদী সরকারকে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন, যারা ২০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের সমালোচনা করছে। এদিন দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নতুন অফিসের উদ্বোধন করার সময়ই বিরোধীদের কাঠগড়ায় তুলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা সবাই দেখেছি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পে অন্তর্ঘাত করতে চাইছেন কিছু ব্যক্তি।
কীভাবে তাঁরা ব্যক্তিগত এজেন্ডার জন্য ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কখনও এখানকার দৈন্য অবস্থা নিয়ে কিছু বলেন না। কোথায় বসে আমাদের মন্ত্রককে কাজ করতে হয়। এবং তাঁরা কখনও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই নতুন অফিস নিয়ে কিছু বলবেন না। বলবেন না এই অফিস নির্মাণ কতটা জরুরি ছিল। কেননা তা করলে তাঁদের মিথ্যে ও এজেন্ডা ধরা পড়ে যেত।"
প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পেরই অন্তর্গত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওই দপ্তর। কস্তুরবা গান্ধী মার্গ ও আফ্রিকা অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নবনির্মিত অফিস দু'টিতে সব মিলিয়ে ৭ হাজার প্রতিরক্ষা কর্মী কাজ করতে পারবেন।
অতিমারীর সময়ে এই ধরনের প্রকল্পের অর্থ কী জানতে চেয়েও কটাক্ষ করেছিল বিরোধীরা। তখন কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ও মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হয়েছিল ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে। সেই সময় করোনার কোনও অস্তিত্বই ছিল না দেশে।

গুজরাট মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের অভিনন্দন সকলকে দুর্দান্ত কার্যকর্তা বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত সোমবার গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল। এরপর বৃহস্পতিবার গুজরাটের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোট ২৪ জন।
গুজরাট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় ২৪ জনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকলকে দুর্দান্ত কার্যকর্তা আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'গুজরাট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া সমস্ত দলীয় সহকর্মীদের অভিনন্দন। তাঁরা সকলেই দুর্দান্ত কার্যকর্তা, যাঁরা জনগণের সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল।'
বৃহস্পতিবার দুপুরে গান্ধীনগরে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ২৪ জনকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। গত সোমবারই গুজরাটের নতুন ও ১৭ তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি-সহ অন্যান্যরা। এদিন যে ২৪ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাঁরা হলেন-রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার রাজেন্দ্র ত্রিবেদী। এছাড়াও হর্ষ সাংভি, জগদীশ পাঞ্চাল, ব্রিজেশ মেরজা, জিতু চৌধুরী, মণীষা ভাকিল, কানুভাই দেশাই, কিরিতসিনহ রাণা, নরেশ প্যাটেল, প্রদীপ পারমার, অর্জুনসিনহ চৌহান, জিতু ভাঘানি, রুশিকেশ প্যাটেল, পুরনেশ মোদী, রাঘবজি প্যাটেল, মুকেশ প্যাটেল, নিমিশা সুথার, অরবিন্দ রাইয়ানি, কুবের দিনদোর, কীর্তিসিনহ বাঘেলা, গজেন্দ্র পারমার, রাঘবভাই মাকওয়ানা, বিনোদ মোরাদিয়া এবং দেবাভাই মালাম প্রমুখরা গুজরাটের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

বরাক উপত্যকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে এক মঞ্চে এসে কাজ করার আহ্বান বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিতের রাজ্যের সব উপজাতিদের এসটি স্ট্যাটাস দিতে সরকারকে অনুরোধ জানানোর আশ্বাস

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার ছোট ছোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত না থেকে সবাইকে এক মঞ্চে এসে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। এছাড়া রাজ্যের সব উপজাতিদের যাতে এসটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয় তার জন্য তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবেন, আশ্বাস অধ্যক্ষের।
বুধবার বিকেলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মানিকবন্দ অঞ্চলে জনজাতি নাগরিকদের খোঁজ নিতে এসেছিলেন। সেখানে এক সভায়ও মিলিত হন তিনি। পরে মানিকবন্দের সেন্ট যোশেফ স্কুলের মাঠে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা সভায় অংশ নেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের চার বিধায়ক যথাক্রমে হাফলঙের নন্দিতা গারলোসা, লক্ষ্মীপুরের কৌশিক রাই, রাতাবাড়ির বিজয় মালাকার এবং পাথারকান্দির কৃষ্ণেন্দু পাল। এছাড়া ছিলেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু। তাছাড়া অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির হৃষীকেশ নন্দি, মাণিক্য সিনহা, অমিতাভ দে প্রমুখ।
সভা শুরুতেই অতিথিদের বরণ করেন উপজাতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। সভার প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গসলিওয়েল লিংডো। জনজাতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত নৃত্য প্রদর্শন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। সভার মধ্যবর্তী সময়ে স্থানীয়দের পক্ষে মান চড়াই জনজাতিদের নানা সমস্যা ও দাবি সম্পর্কিত এক মানপত্র পাঠ করেন। সভায় বিধায়ক নন্দিতা গরলোসা বর্তমান সরকার জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে খুবই আন্তরিক ভাব প্রকাশ করে চলেছে বলে ভাষণ দেন। তাই এই জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে বর্তমান রাজ্য সরকার এক নতুন বিভাগ গঠন করেছে। বক্তব্য পেশ করেছেন মানিকবন্দ সেন্ট যোশেফ স্কুলের অধ্যক্ষ। প্রত্যন্ত এই এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।
বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির সামনে পাহাড়ি জনজাতি মানুষজনের নানা সমস্যা সমাধানের আর্জি রাখেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং এতে পাহাড়ি জনজাতিদের চাকুরি প্রদানের দাবি জানান।
অনুষ্ঠানের মধ্যমণি অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আদিবাসী মানুষজনের বিবিধ সমস্যা ও দাবির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে সফর করছেন। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাঁদের নানা সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে। এছাড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি চিহ্নিত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকার করছে বলে জানান। তিনি বরাক উপত্যকার ছোট ছোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের বিভক্ত না থেকে সবাইকে এক মঞ্চে এসে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়া সব উপজাতিদের যাতে এসটি স্টেটাস দেওয়া হয় তার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ জানাবেন। শিক্ষার উন্নয়নে এখানে যাতে একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় তার জন্য তিনি এলাকার বিধায়ককে নিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান। এদিন তাঁকে স্থানে স্থানে বিজেপির পক্ষে উষ্ণ সংবর্ধনাও জানানো হয়েছে।

মোদীর কুড়ি বছরের শাসনকাল পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০দিন ব্যাপী সেবা ও সমর্পণ অভিযান অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চার

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আগামী ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদীর কুড়ি বছরের কার্যকাল পূর্ণ হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং তাঁর কুড়ি বছরের শাসনকাল পূর্তি উপলক্ষ্যে কুড়িদিন ব্যাপী সেবা ও সমর্পণ অভিযান উদযাপন করা হবে। "সেবা-ই সংগঠন", এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে অসম প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চা "সুস্থ মহিলা-সুস্থ ভারত" গড়ার সংকল্প নিয়েছে।
আগামীকাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা নিজ নিজ বুথে অবস্থিত সত্র, নামঘর, মন্দির সহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনাস্থলে পূজা-অর্চনায় অংশ নেবেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে মহিলা মোর্চার প্রত্যেক কার্যকর্তা নিজ নিজ ঘরে প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন।
আজ বৃহস্পতিবার অসম বিজেপির প্রদেশ সদর কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা এবং দুই সাধারণ সম্পাদিকা পূরবী রায় ও হিমাশ্রী দেবী এ কথা ঘোষণা করেছেন।
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আগামী মাসের সাত তারিখ কুড়ি বছর পূর্ণ করবেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমর্পিত মনোভাব নিয়ে জনগণের সেবার মাধ্যমে "সুস্থ মহিলা-সুস্থ ভারত" গড়ার লক্ষ্যে সেবা এবং সমর্পণমূলক কার্যসূচির এক অভিযান শুরু করা হবে বলেও আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানান প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা। এই সেবা এবং সমর্পণ অভিযানের অংশস্বরূপ ১৮ এবং ১৯ তারিখ মহিলাদের সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সচেতনতা সভা আয়োজনের পাশাপাশি মহিলাদের মধ্যে আয়রন ট্যাবলেট, মাল্টি ভিটামিন স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হবে। ২০ এবং ২১ তারিখ আর্থিকভাবে দুর্বল বস্তি, আশ্রয়গৃহ, বৃদ্ধাশ্রম এবং চিকিৎসালয়গুলোতে ফলমূল বিতরণ করা হবে। ২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এবং জন-ধন যোজনা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ছবি এবং তাঁদের উপলব্ধি লিখিত আকারে সংগ্রহ করা হবে।
এভাবে ২৫ তারিখ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কার্যসূচি পালন করা হবে। ২৬ এবং ২৭ তারিখ অনুষ্ঠেয় রক্তদান শিবিরে মহিলা মোর্চার সকল কার্যকর্তা অংশ নেবেন। ২৮ এবং ২৯ তারিখ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অবস্থিত কৌশল বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শন করে কেন্দ্রের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়া হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হবে। ২ এবং ৩ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহিলা মোর্চার সকল কার্যকর্তা স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেবেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের বীর-বীরাঙ্গনাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তাঁরা। ৪ এবং ৫ অক্টোবর দু''দিন ব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযানে মহিলা মোর্চার সকল কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করবেন।
এই সকল কার্যসূচি ছাড়াও প্রদেশ এবং জেলার মূল সমিতির দ্বারা রূপায়িত সকল কার্যসূচিতে মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করবেন বলেও প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

রামনগরে গোলচক্করে বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনির পাথর প্রতিরোধ করে এর রস

সবুজ শাক সবজি মতোই উপকারী একটি সবজি হলো বিট। শরীরের নানান রকম রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এই বিটের জুস। কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখে বিটের রস।

বিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার যা বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। নিয়মিত বিটের জুস খেতে পারলে ত্বক, লিভার, কিডনি-সহ একাধিক সমস্যায় উপকার মিলবে। শুধু যে বিট জুস হিসেবে খেতে হবে তা নয়। কাঁচা বা সালাড হিসেবেও খেতে পারেন বিট। তাহলে এবার জেনে নেওয়া যাক বিটের জুস খেলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যাবে.

* আপনি যদি নিয়মিত বিটের জুস খান তাহলে ভাল থাকবে চোখ।
* ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিটের জুস।
* গর্ভাবস্থায় বিটের জুস খেলে প্রসবের সময় কোন রকম সমস্যা হয় না।
* আপনার যদি অ্যানিমিয়ার সমস্যা থাকে তাহলে নিয়মিত বিটের জুস খান। কারণ এতে আয়রন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা রক্তশূন্যতা রোধ করে
* লিভার সঠির রাখার জন্য খান বিটের জুস।
* কিডনিতে পাথর জমা থেকে প্রতিরোধে সাহায্য করে এই জুস।
* বিটের জুস খেলে হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যা দূর হবে।

যেভাবে বুঝবেন ত্বক এক্সফলিয়েট করা প্রয়োজন

ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে ও সতেজ রাখতে 'এক্সফলিয়েট' করা জরুরি। লুজিয়ানার নিবন্ধিত ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. ডিয়াড্রা হুপার বলেন ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ত্বকে চুলকানি, জ্বালাপোড়া বা লালচেভাব দেখা দিলে তা এক্সফলিয়েট করা ঠিক নয়।"

তিনি আরও, "লেজার বা কেমিকেল 'পিল' করার সময় ত্বকে স্বল্পমেয়াদী ক্ষত হতে পারে এবং তা পরিচর্যার জন্য ত্বক বিশেষজ্ঞরা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তবে বাড়িতে নিজের ত্বকের কোনো ক্ষতি করে থাকলে তার সঠিক পরিচর্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে।" ওপরে বর্ণিত সমস্যা না থাকলে ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত এক্সফলিয়েট করা যেতে পারে। রেটিনয়েড ব্যবহার না করলে: ত্বক বিশেষজ্ঞরা বরাবরই রেটিনয়েড ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এটা ভিটামিন এ থেকে থেকে উৎপাদিত হয় যা ত্বকের কোলাজেন বাড়াতে সহায়তা করে। ডা. হুপার বলেন, "রেটিনয়েড ব্যবহার ত্বকের কোষের বিভাজন বাড়ায় এবং দ্রুত পুনরগঠন করে। এছাড়াও কোলাজেন বাড়ানোর কারণে ত্বক হয়ে উঠে মসৃণ।" অর্থাৎ ত্বকের সমস্যার সমাধান মূল থেকেই করা হচ্ছে, তাই রেটিনয়েড ব্যবহার না করলে ত্বক আলাদাভাবে এক্সফলিয়েট করা প্রয়োজন। এটা কোলাজেন তৈরি করে। তাই ত্বক মসৃণ থাকে এবং বলিরেখা দূর হয়। ডা. হুপারের মতে, "কেউ ত্বক এক্সফলিয়েট করুক বা না করুক, রেটিনয়েড ব্যবহার করা আবশ্যক।" ত্বকে প্রসাধনী শোষিত না হলে: অনেক সময় মনে হতে পারে যে ত্বকে কোন প্রসাধনীই বসছে না। এর অর্থ হল তা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না। মেরিল্যান্ডের ত্বক বিশেষগজ্ঞ যা. মারাল স্কেলসি বলেন, "ত্বক এক্সফলিয়েট করা ত্বকে প্রসাধনী শোষণে সহায়তা করে।" রোদে বেশি সময় থাকলে: ডা. স্কেলসি বলেন, "ত্বক বেশিক্ষণ রোদে পুড়লে এর উপরিভাগ পুরু হয়ে যায়। তাই দিন শেষে এক্সফলিয়েট করা উচিত।" তিনি আরও বলেন, "ত্বক খুব বেশি রোদে না পুড়লে তা সামান্য এক্সফলিয়েট করা যথেষ্ট।" ত্বকে মলিনভাব: ত্বক রুক্ষ ও অমসৃণ হলে তাতে আলো প্রতিফলিত হয় না। ফলে দেখতে মলিন লাগে। ডা. হুপার বলেন, "ত্বক দেখতে মলিন ও নির্জীব লাগলে তাতে চকচকেভাব আনতে এক্সফলিয়েট করা প্রয়োজন।" লোমকূপ আবদ্ধ হলে: ফেইসওয়াশ দিয়ে ধোয়ার পরেও যদি ত্বক দেখতে মলিন ও নির্জীব লাগে তাহলে বুঝতে হবে এক্সফলিয়েট করার প্রয়োজন রয়েছে। ডা. হুপার জানান, ত্বক তেলতেলে অনুভূত হলে, নিয়মিত মাস্ক পরলে, ত্বকের লোমকূপ আবদ্ধ হয়ে গেলে, প্রচুর মেইকআপ করলে ত্বকের লোমকূপ আবদ্ধ হয়ে যায়। ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দেয়। ডা. হুপার পরামর্শ দেন যে, "ত্বকে কোনো রকম লালচেভাব বা পিগ্মেন্টেইশন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবার স্ক্রাব করা যথেষ্ট।" ত্বকে মৃত চামড়া ওঠা: ডা. স্কেলসি বলেন, "ত্বকে যদি মড়া চামড়া ওঠার প্রবণতা দেখা দেয় তবে এক্সফলিয়েট করার প্রয়োজন রয়েছে বুঝে নিতে হবে।" ত্বক খসখসে অনুভূত হলে: ডা. হুপারের মতে, ত্বকের উপরিভাগ খসখসে ও অমসৃণ অনুভূত হলে তা এক্সফলিয়েট করা জরুরি।

এসব খাবার জ্বর কিম্বা ভাইরাল ফ্লুতে খেতে পারেন

জ্বর.. সামান্য এই অসুখটা কখনো আতংকের নাম। আসছে নানা রূপ ধরে। সেসব রোগ আর ওষুধ নিয়ে উপদেশ, নিয়ম কানুন জানতে-শুনতে ক্লান্ত আমরা। কোনটা মানবো, কোনটা শুনবো, কোনটা করবো না- বুঝে উঠতে পারি না। একবার মনে হয় সবাই সব জানি, আবার মনে হয় আরো জানা দরকার, আরো ভালো থাকা দরকার।

রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে সুষম খাবার ও নিয়ন্ত্রিত জীবন। তাই শুধু ওষুধ নির্ভর না হয়ে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি অসুখে পড়ে গেলেই দরকার উপযুক্ত পথ্য, যা রোগ সারাতে সহায়ক।

বিজ্ঞান বলে, রোগ ও খাদ্যের মধ্যে সম্পর্কটাকে ভালো করে চিনে নিলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। বেশ কিছু খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, রোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া কেউ আক্রান্ত হলে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে পথ্য রূপে। তেমন কিছু কথাই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়।

জ্বর বা ভাইরাল ফ্লুতে স্যুপ জাতীয় খাবার খান। যা আপনার প্রোটিন ও জলের চাহিদা পূরণ করবে। পাশাপাশি সবজি- মাশরুম, বিট এসব সুপ্যে যোগ করা গেলে খাদ্যের এন্টিঅক্সিডেন্ট রোগ সারাতে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। ভাইরাসজনিত জ্বরের সংক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচাতে এই পথ্যের ভূমিকা বেশি। জ্বরে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাই বড়রা আমলকী, চালতা কিম্বা করলার স্বাদ নিতে পারেন। শিশুদের দেয়া যেতে পারে নরম খিচুরী, সাগু, পুডিং, ফলের জুস, দই এমন খাবার। এসব খাবার বড়রাও খেতে পারেন যা পর্যাপ্ত ক্যালরির যোগান দেবে। বেশির ভাগ জ্বর, সর্দি-কাশি দিয়ে শুরু হলেও শেষ হয় রোগিয়ে দুর্বল করে। তাই এসময় প্রচুর ক্যালরি বহুল খাবার প্রয়োজন।

সর্দি-কাশি/ গলাব্যাথা, ঠান্ডা জনিত সমস্যা থাকলে খেতে পারেন গরম জলে লেবুর রস ও মধুর মিশ্রণ। হাঁচি-কাশির জন্য গলা শুকিয়ে যায় বলে এসময় প্রচুর জল খাওয়া দরকার। আদা, লং, এলাচ দেয়া লাল চা বেশ উপকারী। খেতে পারেন তুলসী চা, গ্রিন টির মত পানীয়। এছাড়াও ভিটামিন -ডি"র অভাব থাকলে সহজেই হানা দেয় সর্দি-কাশি। তাই চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ডি গ্রহণ করা উচিত। থাকতে হবে সূর্যালোকের সংস্পর্শেও।

অ্যাজমা কিম্বা শ্বাসকষ্ট ধূলির শহরে স্বাভাবিক ঘটনা। সেই সাথে যদি থাকে রোগের শংকা তাহলেই বিপদ। দেহে ভিটামিন-ডি কমে গেলে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। জ্বরের সময় শ্বাসকষ্ট থাকলে ফর্টিফাইড দুধ, সামুদ্রিক মাছ, কমলার রস, ডিম দেয়া যেতে পারে রোগীকে। খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে ভিটামিন ই জাতীয় খাবারও। সরিষা শাক, খেজুর-আখরোট, কুমড়ার বিচি, বিটা ক্যারেটিনসমৃদ্ধ গাজর, সবুজ শাক, পালংশাক এসব খাবার শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধে সহায়তা করে। অন্যদিকে, সালফাইট আছে এমন খাবার যেমন পুঁইশাক, চিংড়ি, আচার, বোতলজাত জুস, এসবে বাড়তে পারে শ্বাসকষ্ট।

মূলত খাবারের নিয়ম-কানুন আমরা প্রায় সবাই জানি, তবে তা মানা না হলেই দেখা দেয় বিপত্তি। যেমন - ধূমপায়ীরা জ্বরে আক্রান্ত হলে, তাদের শ্বাসকষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় একজন ধূমপায়ীর নিজের যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, তার সন্তানরাও জন্ম নেয় কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে। তাই নিজের জন্য তো বটেই সন্তানের স্বার্থে আজই ছেড়ে দিন ধুমপান। আবার সন্দেহ নেই যে সুষম খাবার আমাদের দেহ-মনকে সুস্থ-সবল রাখতে পারে। কিন্তু খেতে গেলে নিজেরাই ঝুঁকে পড়ছি ফাস্ট ফুড, মিষ্টি, তৈলাক্ত খাবারে। রোগ সারাতে বাধা দেয় এসব গুরুপাক খাবার।

এবার তাই জানা জ্ঞান গুলোকে কাজে লাগাতে নজর দিন নিজের দিকে, পরিবারের দিকে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তিটাও জমা করুন শরীরে।

সবজি ও ফল কমায় উদ্বেগ-অবসাদ

শাকসবজি আর ফলমূল যে শরীর ভালো রাখে, তা নতুন নয়। শরীরের পাশাপাশি মনেও গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সবজি-ফল। যাদের খাবারে এগুলো থাকে না তারা উদ্বেগ-অবসাদের শিকার হন। সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা তেমনটাই বলছে।

গত বৃহস্পতিবার "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ" নামের বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়, উদ্বেগ-অবসাদের মতো মনোবিকারের আশঙ্কা তাঁদের ঢের বেশি যাদের খাদ্যতালিকায় অনুপস্থিত থাকে ফল-সবজি।

নর্থ আমেরিকান প্রাইমারি কেয়ার রিসার্চ গ্রুপের করা সেই গবেষণা বলা হয়, যারা প্রতিদিন অন্তত তিন ধরনের ফল-সবজি খান না, মধ্যবয়স কিংবা প্রৌঢ়ত্বে তাদের অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার ও ডিপ্রেশনের আশঙ্কা প্রায় ২৪ু বেশি। গত নয় বছর ধরে ২০৬৯ জনের উপর সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা।

যত দিন যাচ্ছে ততই টাটকা সবজি কিংবা তাজা ফলের চেয়ে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় বেশি করে ঢুকে পড়ছে জাঙ্কফুড। এর ফলে বাড়ছে উদ্বেগ-অবসাদের মতো মনোবিকারও। ২০১৩-র গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজের রিপোর্ট বলছে, প্রাণঘাতী অসুখগুলোর মধ্যে মনের এই সমস্যা সারা দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে অর্থাত হার্ট অ্যাটাকের পরেই রয়েছে।

ডায়েটিশিয়ানদের মতে, সেই কারণেই ফল ও সবজি নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রত্যেকের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে শুধুমাত্র শারীরিক উন্নতি নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো হয়। ফল কিংবা সবজি সব সময়েই শক্তিবর্ধক বা এনার্জাইজার এবং তা মানসিক ও শারীরিক দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপমহাদেশের মানুষ ফল ও সবজি বেশি খায় বলেই ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগে কম ভোগেন। কিন্তু মিষ্টি জাতীয় খাবার, জাঙ্কফুড, পশ্চিমা সংস্কৃতির খাবার যে হারে আমাদের সমাজে ঢুকে যাচ্ছে, তাতে ইউরোপ-আমেরিকানদের মতো অবসাদে ভুগতে বেশি দিন লাগবে না। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল ও সবজি সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তা সে শারীরিক স্বাস্থ্যই হোক বা মানসিক স্বাস্থ্য। তাই আমাদের প্রচুর সালাদ, সবুজ শাকসবজি ও ফল খেতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাহলেই উদ্বেগ-অবসাদ কমানো যাবে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, "অন্ত্রে যে বন্ধু-ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার সঙ্গে অ্যাংজাইটির সম্পর্ক বহু পুরোনো। এই ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি ও অ্যাংজাইটির সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। প্রোবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সব সময়েই ওই ব্যাকটেরিয়াকে ভালো রাখে। তাই উদ্বেগ-অবসাদও পাল্লা দিয়ে কমে।

দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখলে গুরুতর এই ৪টি বিপদ হবেই

প্রস্রাবের চাপ রয়েছে তবুও হাতের কাজটি শেষ না করে অনেকেই টয়লেটে যান না। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডমিটিং-এ ব্যস্ত, এমন কি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াতে দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখেন কেউ কেউ। কিন্তু নিয়মিতভাবে ইউরিন চেপে রাখলে তা কিন্তু গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমাদের ব্লাডারের ৪০০-৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। ব্লাডারে বেশি প্রস্রাব জমা হলে তা ক্রমাগত ফুলে যেতে থাকে। প্রথম প্রথম সমস্যা বুঝতে না পারলেও এই অভ্যাসের ফলে এক সময় আপনি গুরুতর শারীরিক সমস্যা টের পাবেন। এবার জেনে নিন বিস্তারিত * বেশিক্ষণ প্রস্রাব চেপে থাকতে থাকতে ব্লাডারের মাসল দুর্বল হয়ে যায়। এর ফলে একটা সময় আপনার অজান্তেই প্রস্রাব বেরিয়ে আসবে। * নিয়মিতভাবে দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব চেপে থাকলে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আক্রান্ত হবেন। কারণ ইউরিন ধরে রাখার ফলে ব্লাডারে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম নেবে। এর কারণে সহজেই নানা অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন আপনি। * অনেকক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখলে ব্লাডার বড় হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ইউরিন একটু সময়ও ধরে রাখতে পারবেন না। প্রস্রাব করতেও সমস্যা হবে।

* বেশিক্ষণ ইউরিন চেপে রাখলে পরে প্রস্রাব করার সময় আপনার ব্লাডার পুরোপুরি খালি হবে না। কিছুটা ইউরিন ব্লাডারে থেকে যাবে। আর এতে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেবে। একজন মানুষ কতবার টয়লেটে যাবেন, তা ব্যক্তি বিশেষে নির্ভর করে। তবে একজন সুস্থ-সবল মানুষের দিনে ছয় থেকে আটবার টয়লেটে যাওয়া উচিত।

বাসি রুটি ফেলে না দিয়ে খেয়ে দেখুন কত উপকারী

আমরা সাধারণত বাসি খাবার-দাবার ফেলে দেই, নয়তো পশু-পাখিদের দেই। এর মধ্যে মাছ, মাংস, ভাত, তরিতরকারি যেমন থাকে তেমনি থাকে বাসি রুটিও। কিন্তু বাসি রুটি স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

অনেক রকমের দানাশস্য থেকে ময়দা হয় এবং সেই ময়দা দিয়ে তৈরি হয় রুটি। যা শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তবে গমের আটার তৈরি বাসি রুটিতে পুষ্টি সবথেকে বেশি। এতে রয়েছে হাই ফাইবার, কম গ্লাইসেমিক এবং কম সোডিয়াম। ফলে, সকালে উঠে নির্ভয়ে সবজির সঙ্গে বাসি রুটি খেতে পারেন।

বাসি খাবার খেলে সাধারণত ডায়রিয়া, পেটের সমস্যা বা হজমের সমস্যা দেখা গিতে পারে। কিন্তু বাসি রুটি খেলে এই সমস্যা হয় না, উপরন্তু নিয়মিত এই রুটি খেলে বশে থাকে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ। কমে যায় হজমের সমস্যাও এবার জেনে নিন বিস্তারিত. ব্লাডপ্রেসার রাখে নিয়ন্ত্রণে

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাসি রুটির জুড়ি মেলা ভার। ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে বাসি রুটি নিয়মিত খেলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর জন্য বাসি রুটি আধা ঘণ্টা দুধে ভিজিয়ে রাখুন। তারপরে খান।

ডায়াবেটিস বশে থাকে

রাতের বাসি রুটি নিয়মিত সকালে খেলে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা রোজ সকালে দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেয়ে দেখতে পারেন।

পেটের পক্ষেও ভালো

বাসি রুটি পেটের স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকারি। অনেকে পেটে ব্যথা বা বদহজম সমস্যায় ভোগেন। এমন পরিস্থিতিতে কোষ্ঠকাঠিন্য বা অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়তে থাকে। তাই এরা রাতে ঘুমানোর আগে দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেতে পারেন।

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে এই ৬ ধরনের খাবারেই খান

আমাদের শরীরের কাঠামো তৈরি হয় হাড়ের মাধ্যমে। অথচ হাড়ের যত্নের বিষয়ে আমরা বেশির ভাগ মানুষই খুব উদাসীন বা তেমনভাবে কিছুই জানি না। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যেগুলো থাকে তাও যে হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তাও জানি না। লবণ অর্থাত সোডিয়াম ক্লোরাইড, সফট ড্রিংকস, চা ও কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন, অতিরিক্ত প্রোটিন বা প্রাণীজ প্রোটিন ইত্যাদি হাড়ের জন্য ক্ষতিকর। তবে এমন অনেক খাবার বা খাদ্য উপাদান রয়েছে যেগুলো নিয়মিত খেতে পারলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর হবে, হাড় হয়ে উঠবে মজবুত! আর হাঁটতে-বসতে হাঁটুর ব্যথাও কমবে। আসুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক.

১. কমলালেবু, পাতিলেবুর মতো যে কোন লেবুতেই থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড আর ভিটামিন সি। যা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত মেটাতে সাহায্য করে।

২. কাঠ বাদামে প্রচুর পরিমাণে থাকে ক্যালসিয়াম। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, ১০০ গ্রাম কাঠ বাদামে প্রায় ২৬৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে প্রতিদিন খেতে পারেন এক মুঠো কাঠ বাদাম।

৩. ব্রোকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামে ভরপুর এই সবজি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত মেটাতে সাহায্য করে।

৪. ৫০ গ্রাম ঢ্যাড়স বা ভেন্ডিতে প্রায় ১৭২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে প্রতিদিন খেতে পারেন ঢ্যাড়স। উপকার পাবেন।

৫. শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সয়াবিন অত্যন্ত কার্যকর। এক কাপ সয়াবিনে প্রায় ১৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত খাবারে রাখতে পারেন সয়া।

৬. তিলের বীজে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, ১০০ গ্রাম কাঁচা তিলের বীজে ১,০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তিলের বীজ ভেজে নিয়মিত খান। উপকার পাবেন।

এছাড়া সবুজ শাক-সবজি খেলেও উপকার পাবেন। শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

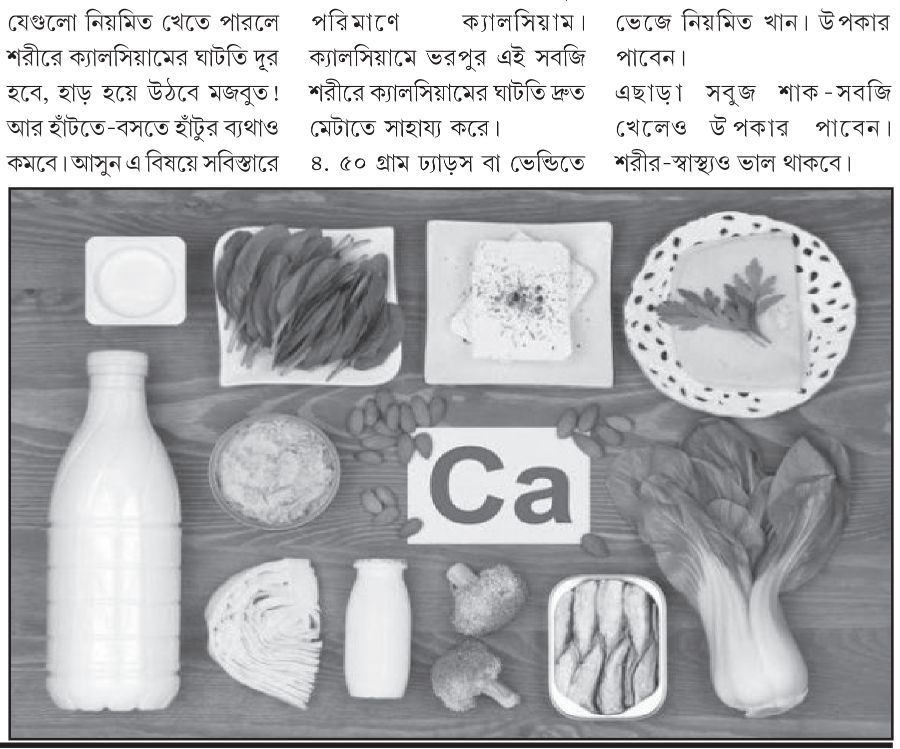

বিজেওয়াইএম কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে দল ছাড়ার জল্পনা আরও উসকে দিলেন কানাইয়া কুমার

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দল ছাড়ার জল্পনা আরও উসকে দিলেন জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার! বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল সিপিআই ছেড়ে এবার কংগ্রেসের পথে কানহাইয়া কুমার। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে সেই জল্পনা আরও উসকে দিলেন কানহাইয়া। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই লালঝান্ডা ছেড়ে কংগ্রেসের তিরঙ্গা ধরবেন তরুণ 'বামপন্থী' নেতা। কানহাইয়ার এই কংগ্রেসে যোগদানের নেপথ্যে নাকি রয়েছেন রাজনৈতিক কৌশলী প্রশান্ত কিশোর। জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি থাকাকালীন প্রথম সংবাদ শিরোনামে আসেন কানহাইয়া। ছাত্রজীবন শেষে তিনি যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিহারের বেগুসরাই থেকে সিপিআই প্রতীকে প্রার্থীও হন তিনি। তবে, তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের কাছে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হন। তারপরও অবশ্য বিহার এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থীরা তাঁকে তারকা প্রচারক হিসাবে ব্যবহার করেছে। সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গাও পেয়েছেন তিনি। তবে, সম্প্রতি দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছিল। সিনিয়র নেতাদের কেউ কেউ নাকি কানহাইয়ার আচরণ এবং কাজের পদ্ধতিতে খুশি নন। কিছুদিন আগে 'উদ্ধত' আচরণের জন্য দল তাঁকে সতর্কও করে। তারপর থেকেই দূরত্ব বাড়ছিল। কিছুদিন আগে নাকি রাজনৈতিক কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের সৌজন্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথা শুরু হয় কানহাইয়ার। যুব নেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, তিনি মনে করছেন এই মুহূর্তে বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেসের বিকল্প নেই। সম্ভবত সেকারণেই কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন তিনি। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্তও করে ফেলেছেন। কংগ্রেস আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে কানহাইয়াকে ব্যবহার করবে তারকা প্রচারক হিসাবে।

হায়দরাবাদে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তের দেহ মিলল রেললাইনের ধারে

অমরাবতী, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত পাল্লাকোণ্ডা রাজু বাড়ি থেকে নিখোঁজ। বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে রেললাইনের ধারে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের ধারণা, দেহটি পাল্লাকোণ্ডা রাজুর। হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার অঞ্জনি কুমার বলেন, মনে হচ্ছে, সে আত্মহত্যা করেছে। তেলঙ্গানা পুলিশ টুইটারে মৃতের ছবি দিয়েছে। এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, দেহটি রাজুরই কিনা। তবে পুলিশ বলছে, রাজুর হাতে যেমন ট্যাটু ছিল, মৃতের হাতেও তাই আছে। হায়দরাবাদের পুলিশ প্রধান বলেন, "হাতের ট্যাটু ও চুলের স্টাইল দেখে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, দেহটি রাজুর। ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিস করে এব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।" পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুকন্যার বাড়ির কাছেই থাকত রাজু। তার বয়স ৩০। সে ছিল মাতাল। অতীতে তার বিরুদ্ধে নানা অসামাজিক কাজের অভিযোগ আছে। তবে সরাসরি অপরাধের কোনও রেকর্ড নেই। পুলিশ তার ছবি প্রকাশ করে জানিয়েছিল, রাজু সম্পর্কে কেউ তথ্য দিতে পারলে তাকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের সিঙ্গারেনি কলোনি থেকে মেয়েটি নিখোঁজ হয়। ওইদিনই রাজুর বাড়িতে তার চাদরমোড়া দেহ পাওয়া যায়। ময়না তদন্ত করে জানা যায়, মৃত্যুর আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরে শোনা যায়, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বিগত ১১ সপ্তাহ ধরে দেশে সংক্রমণের হার ৩ শতাংশের কম : রাজেশ ভূষণ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে কিছু দিন ধরে কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার ভারতে বেড়েছে কোভিডের সংক্রমণ, এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, বিগত ১১ সপ্তাহ ধরে দেশে সংক্রমণের হার ৩ শতাংশের কম। তবে, দেশের ৬৪টি জেলা থেকে এখনও ৫ শতাংশের উপরে সংক্রমণের হার আসছে। ওই সমস্ত জেলায় কোভিড বিধিনিষেধ, টিকাকরণ, পর্যবেক্ষেন কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
কেরলের পরিস্থিতি প্রতিদিনই ভাবিয়ে তুলছে। এ প্রসঙ্গে রাজেশ ভূষণ জানিয়েছে, দেশজুড়ে মোট আক্রান্তের ৬৮ শতাংশই কেরলে। কেরলে এই মুহূর্তে ১.৯৯ লক্ষের বেশি চিকিৎসাধীন রোগী। অন্যদিকে,মিজোরাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রতে ১০ হাজারের বেশি সক্রিয় রোগী। আইসিএমআর-এর ডিজি ডাঃ বলরাম ভার্গব জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি যা প্রয়োজন তা হল, ভ্যাকসিন গ্রহণ, কোভিড-আচরণ ঠিকঠাকভাবে মেনে চলা, দায়িত্বশীল ভ্রমণ (যদি প্রয়োজন হয়), দায়িত্বপূর্ণভাবে উৎসব পালন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কেরলে নতুন করে আক্রান্ত ২২,১৮২ জন, ১৭৮ বেড়ে মোট ২৩,১৬৫

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২,১৮২ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৭৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ২৬,৫৬৩ জন। কেরলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯০ জন। কেরলের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে ২২,১৮২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ১৭৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২৩,১৬৫-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ২৬,৫৬৩ জন, মোট সুস্থ হয়েছেন ৪২,৩৬,৩০৯ জন। কেরলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-পরীক্ষার সহ্য ১, ২১,৪৮৬। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত ১,৩৬৭ জন, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৪ জনের

অমরাবতী, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ধীরে ধীরে হলেও, অন্ধ্রপ্রদেশে ফের বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৬৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় অন্ধ্রপ্রদেশে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১,২৪৮ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৭০৮ জন। অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে ১,৩৬৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ১৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১৪,০৪৪-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় অন্ধ্রপ্রদেশে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১,২৪৮ জন, মোট সুস্থ হয়েছেন ২০,০৬,০৩৪ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৭০৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফ্রান্সের হামলায় সাহারা মরুভূমিতে নিকেশ আইএস প্রধান

প্যারিস, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নিকেশ করা হল কট্টর পন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের প্রধান আদনান আবু ওয়ালিদ আল-সাহরয়াই। বৃহস্পতিবার ফ্রান্স সেনার হামলায় মৃত্যু হয়েছে এই কুখ্যাত জঙ্গি নেতার। এদিন এমনটাই জানালেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাঁকরণ। তিনি বলেন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি আরও একটি বড় সাফল্য।'' যদিও এই অপারেশনের বিস্তারিত দিতে চাননি। তবে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের কোনও একটি জায়গায় এই অপারেশনটি সংঘটিত হয়েছে বলে ফরাসি সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি বলেন, '' ফ্রান্সের বর্খান বাহিনীর পরিচালিত হামলায় আইএস প্রধানের মৃত্যু হয়েছে। আগামী দিনেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও তাঁদের লড়াই জারি থাকবে বলেও জানান তিনি। আইএস প্রধান সাহরয়াইয়ের বিরুদ্ধে ২০২০ সালে ফ্রান্সের ভলান্টিয়ার কর্মীদের হত্যার অভিযোগ ছিল। এছাড়াও ২০১৭ সালে নাইজারে মার্কিন সেনার ওপর হামলার ঘটনায় কুখ্যাত জঙ্গিনেতা হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলের তকমা লাভ করে আবু ওয়ালিদ আল-সাহরয়াই। ২০১৫ সালে মধ্য আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে আইএসে'র গোড়পত্তন করে আল-সাহরয়াই। ২০১২ সালে আলজেরিয়ায় একদল স্প্যানিশ ও আলজেরিয়ার কূটনীতিকদের অপহরণ করার ঘটনায় জড়িত ছিল সাহরওয়াই। আগামী দিনে আফ্রিকাতে অবস্থিত মার্কিন সেনাদের ওপর বড়সড় আঘাত হানার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে না হয় সেই জন্যই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা শুরু করে আমেরিকা ও ফ্রান্স। সাহরওয়াইয়ের গোপন আস্তানার খোঁজ দিতে ৫ মিলিয়ন ডলার আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল পেন্টাগন।

চিনের সিচুয়ানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৩, আহত কমপক্ষে ৬০ জন

বেজিং, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চিনের সিচুয়ান প্রদেশে ভূমিকম্পে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৩৩ মিনিট নাগাদ ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে। লুক্সিয়ান কাউন্টিতে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূকম্পন অনুভূত হয়।
চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ২৯.২ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ১০৫.৩৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের ও ৬০ জন আহত হয়েছেন।

৪-দিনের সফরে হিমাচলে রাষ্ট্রপতি, বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বক্তব্য রাখবেন কোবিন্দ

শিমলা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে হিমাচল প্রদেশে এলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ৪-দিনের সফরে বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় এসে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি। ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ হেলিকপ্টারে শিমলা পৌঁছনোর রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর এবং মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর।৪-দিনের এই সফরে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে রাষ্ট্রপতির। হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি, এছাড়াও শিমলায় ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস -এ ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি।

লখনউতে জিএসটি পরিষদের ৪৫ তম বৈঠক, শুক্রবার পৌরোহিত্য করবেন সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে বৃহস্পতিবার শুরু হল পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) পরিষদের ৪৫ তম বৈঠক। এদিন আধিকারিক স্তরেই হয়েছে বৈঠক। জিএসটি পরিষদের এটি একটি পূর্ণ বৈঠক। শুক্রবার জিএসটি পরিষদের বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ লখনউয়ের হোটেল তাজ-এ হবে ৪৫ তম জিএসটি পর্ষদের বৈঠক। দেশের সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা এই বৈঠকে অংশ নেবেন। এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২৪ ঘন্টায় টিকা পেলেন ৬৪.৫১-লক্ষ, ভারতে টিকাকরণ ৭৬.৫৭-কোটির ঊর্ধে

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬৪.৫১-লক্ষের বেশি মানুষ। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭৬.৫৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত মোট ৭৬,৫৭,১৭, ১৩৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৪,৫১,৪২৩ জনকে।
ভারতে ৫৪.৭৭-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৫, ৭৯,৭৬১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৪,৭৭,০১, ৭২৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৭৯,৭৬১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫৭০ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এনসিপি-তে যোগ দিলেন সুরেখা পুনেকার, স্বাগত জানালেন অজিত পওয়ার

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এনসিপি-তে যোগ দিলেন প্রখ্যাত লাবণী শিল্পী সুরেখা পুনেকার। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের এনসিপি নেতা ও মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী অজিত পওয়ার তাঁকে এনসিপি পরিবারের স্বাগত জানিয়েছেন। এনসিপি-তে যোগ দেওয়ার পর পুনেকার জানিয়েছেন, তিনি মহিলাদের স্বার্থে ও জনগণের জন্য কাজ করতে চান। কোনও শর্ত নেই আমার এই যোগদানে।
গত মঙ্গলবার মহিলাদের সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি নেতা প্রবীণ দারেকার। সেই প্রসঙ্গে এদিন সুরেখা জানিয়েছেন, 'মহিলাদের অপমান করেছেন তিনি, তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' এদিন সুরেখা ছাড়াও এনসিপি পরিবারের সামিল হয়েছেন গায়িকা দেব্যানি বেন্দ্রে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

স্বরাষ্ট্র দফতর নিজের হাতেই রাখলেন ভূপেন্দ্র, গুজরাটে মন্ত্রিসভার বন্টন

আহমেদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটে নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব বন্টন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। বন্দর ও অন্যান্য দফতর কোনও মন্ত্রীর জন্য বন্টন করা হয়নি। আইন ও বিচারব্যবস্থা মন্ত্রক পেয়েছেন রাজেন্দ্র ত্রিবেদী। শিক্ষামন্ত্রী হলেন জিতু ভাঘানি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রুশিকেষ প্যাটেলকে। বৃহস্পতিবার গুজরাটের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোট ২৪ জন। রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ২৪ জনকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। গত সোমবারই গুজরাটের নতুন ও ১৭ তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি-সহ অন্যান্যরা। এদিন যে ২৪ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাঁরা হলেন-রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার রাজেন্দ্র ত্রিবেদী। এছাড়াও হর্ষ সাংভি, জগদীশ পাঞ্চাল, ব্রিজেশ মেরজা, জিতু চৌধুরী, মণীষা ভাকিল, কানুভাই দেশাই, কিরিতসিনহ রাণা, নরেশ প্যাটেল, প্রদীপ পারমার, অর্জুনসিনহ চৌহান, জিতু ভাঘানি, রুশিকেশ প্যাটেল, পুরনেশ মোদী, রাঘবজি প্যাটেল, মুকেশ প্যাটেল, নিমিশা সুথার, অরবিন্দ রাইয়ানি, কুবের দিনদোর, কীর্তিসিনহ বাঘেলা, গজেন্দ্র পারমার, রাঘবভাই মাকওয়ানা, বিনোদ মোরাদিয়া এবং দেবাভাই মালাম প্রমুখরা গুজরাটের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

অস্তিত্ব রক্ষায় অসম তথা বরাক ছেড়ে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গেছেন সুস্মিতা, মন্তব্য অসম কং—এর কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষের

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অস্তিত্ব রক্ষা করতেই বরাক তথা অসম থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সুস্মিতা দেব। তাঁর কোনও ভিত নেই। নেই পায়ের নীচে মাটিও। তাই পালিয়েছেন। মন্তব্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের।
অসম বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) সদস্য হিসেবে পিএসি টিমের সঙ্গে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ হাইলাকান্দি এসেছিলেন। এখানকার আবর্ত ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়তেই লুফে নেন কমলাক্ষ। মিনিট সময় ব্যয় না করে রাজনীতিবিদ কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঝটপট উত্তর, শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবের দলীয় কোনও ভিত নেই। পায়ের তলায় মাটি নড়েবড়ে। ফলে কংগ্রেস ছেড়েছেন। বরাকের মাটি ছেড়েছেন। তাছাড়া, গত লোকসভা নির্বাচনে শিলচর আসনে হেরেছেন। ফের লোকসভায় জয়ী হওয়ার কোনও আশা নেই এটা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরে রাজ্যসভায় যাওয়ার ধান্ধা করছিলেন। অসমে তা সম্ভব নয়, ভেবে পালিয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে।
কমলাক্ষের ভাষায়, রাজ্যসভায় কারা নির্বাচিত বা মনোনীত হন তা সকলেই জানেন। লোকসভায় জয়ী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সুস্মিতা লোকসভায় জিততে পারবেন না জেনেই রাজ্যসভায় গিয়েছেন, মন্তব্য কমলাক্ষের। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সাংবাদিকদের এ কথাও জানাতে ভুলেননি, সুস্মিতা দেব কংগ্রেস ত্যাগ করায় দলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।
হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় টেট পরীক্ষা কেন্দ্র না দেওয়ায় বেজায় চটে লাল এপিসিসি কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এ প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এটা বিজেপি সরকারের চক্রান্ত। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষায় করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল, তবে কেন এ বছর থাকবে না, প্রশ্ন তাঁর। এই দুই জেলার কয়েক হাজার টেট পরীক্ষার্থী শিলচর বা কাছাড় জেলায় গিয়ে পরীক্ষায় বসবেন এটা কখনও যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করেন তিনি। সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ এপিসিসি কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর সঙ্গে কথা বলবেন।

আমেরিকা সফরে বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী : বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিছু দিন পরই আমেরিকায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকায় গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাইডেন ছাড়াও, আমেরিকা সফরে গিয়ে অন্যান্য কোয়াড নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদী। বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ব্যক্তিগতভাবে কোয়াড নেতাদের শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ৭৬ তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী আরও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনে থাকাকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি বৈঠক করবেন অন্যান্য কোয়াড নেতাদের সঙ্গেও। ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে কোয়াড নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন থেকে ২০দিন সেবা সমর্পণ অভিযান চালাবে ডিমা হাসাও বিজেপি

হাফলং (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে সেবা সমর্পণ অভিযান হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম প্রদেশ বিজেপি। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১-তম জন্মদিন। তাই আগামীকাল ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ২০ দিন ব্যাপী অসম প্রদেশ বিজেপি সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় সেবা সমর্পণ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার হাফলংয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে অসম প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি তথা ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভারী অরুণ তেরন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১ তম জন্মদিনকে সমগ্র রাজ্য জুড়ে আগামীকাল শুক্রবার থেকে ২০ দিন সেবা সমর্পণ দিবস হিসেবে পালন করবে রাজ্য বিজেপি। তিনি বলেন, এই ২০ দিন রাজ্যের সমস্ত জেলায় বিজেপি বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অরুণ তেরন বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মঠ, মন্দির, নামঘর এবং বিভিন্ন উপাসনাস্থলে বিজেপির মণ্ডল কমিটিগুলি প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। বিশ্বকর্মা পুজো বা বিভিন্ন সময় অন্যান্য দেবদেবীর পুজোর পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার পাশে গাছের নীচে যেভাবে দেবদেবীর মূর্তি রেখে দেওয়া হয়। আগামী ১৮ এবং ১৯ নভেম্বর রাজ্যের সব জেলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধীনে বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকর্তারা এ সব মূর্তি জেলার নিকটবর্তী জলাধারে বিসর্জন দেবেন।

তাছাড়া ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর বিজেপির এসটি ওবিসি মোর্চা, চা জনগোষ্ঠী মোর্চার কর্মকর্তারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনাথালয়, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতালগুলিতে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করবেন। ২২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর জেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করবে বিজেপি। ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় বিজেপির মোর্চাগুলি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে। তাছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফলতার ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত করার পাশাপাশি ২ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ৭১-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যের সব জেলার ৭১টি স্থানে নদী, পুকুর, হ্রদ এ

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে ডোনার বিষয়ক মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ডোনার বিষয়ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী বি এল ভার্মা আজ আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ ঘুরে দেখেন। এই প্রকল্প ঘুরে দেখার সময় তাঁর সাথে ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি ও পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। প্রকল্পের সাইটে তাদের স্বাগত জানান প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ইরকন ইন্টারন্যাশনালের সিজিএম - ওয়ার্কস বিনোদ কুমার গুপ্তা, জিএম রমন শিংলা ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ।

সফরকালে ডোনার বিষয়ক মন্ত্রী প্রকল্পের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানাতে গিয়ে সিজিএম - ওয়ার্কস শ্রী গুপ্তা বলেন, বর্তমানে আগরতলা থেকে কলকাতার রেললাইনের দূরত্ব ১,৬০০ কিমি এবং সেই দূরত্ব পার করতে সময় লাগে প্রায় ৩৮ ঘন্টা। এই রেললাইন শেষ হলে আগরতলা-কলকাতার দূরত্ব কমে দাঁড়াবে প্রায় ৫০০ কিমি আর সময় লাগবে প্রায় ১৬ ঘন্টা। অর্থাৎ ১,১০০ কিমি দূরত্ব কমে যাবে আর ২২ ঘন্টা সময় বাঁচবে।

আলোচনাকালে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি জানান, স্থল পরিবেষ্টিত ত্রিপুরার কোনও বন্দরকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পণ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য সড়ক পথে পরিবহণই একমাত্র ভরসা। এই প্রকল্পটি শেষ হলে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের চ-গ্রাম বন্দরের যোগাযোগ গড়ে উঠবে এবং যার ফলে পণ্য পরিবহণে খরচ কমবে। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব'লের রাজ্যগুলির জন্যও গেটওয়েতে পরিণত হবে।

তিনি আরও বলেন, নতুন এই রেললাইনটি আগরতলা রেলস্টেশন থেকে শুরু হয়ে গঙ্গাসাগর স্টেশনে বাংলাদেশ রেল নেটওয়ার্কের সাথে মিশবে। ভারতের দিকে এই রেললাইনের দৈর্ঘ্য হবে ৫.৪৬ কিমি এবং বাংলাদেশের দিকে হবে ৬.৭৮ কিমি।

অন্যদিকে, ইরকন ইন্টারন্যাশনালের জিএম রমন সিংলা প্রকল্পের টেকনিক্যাল দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পটি দুই ধাপে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম ধাপে হচ্ছে নিশ্চিন্তপুর রেল ইয়ার্ড নির্মাণ এবং দ্বিতীয় ধাপে আগরতলা স্টেশন ইয়ার্ডের সাথে নিশ্চিন্তপুর ইয়ার্ডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। এএএনআরএলপি প্রকল্পে প্রথম ফেজ-এর কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু এটি চালু করা যাবে একমাত্র বাংলাদেশের প্রান্তের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে কেননা বাংলাদেশের ট্র্যাক হচ্ছে মিটার গেজ আর ভারতীয় রেলের মিটার গেজ রোলিং স্টক নেই। নিশ্চিন্তপুর স্টেশনটি একটি মডেল বিল্ডিং হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমের সুবিধা থাকবে। ইরকনের জি এম আরও জানান, দুই দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণের সময় বাংলাদেশ থেকে লাইন নং ৩ এবং ৪-এ (মিটার গেজ) পণ্য গ্রহণ করা হবে। তারপর বাকি রাস্তা পরিবহণের জন্য নিশ্চিন্তপুর ইয়ার্ডে পণ্য সামগ্রী লাইন নং ৫ এবং ৬ নং (বড় গেজ) স্থানান্তরিত করা হবে। নিশ্চিন্তপুর ইয়ার্ডে মাল পরিবহণ ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ইরকন সড়ক সংযোগ তৈরি করছে।

বাংলাদেশের দিকে এএএনআরএলপি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানানো হয়, বাংলাদেশের দিকে এই কাজের অগ্রগতি খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। মাত্র ৫০ শতাংশ কাজ হয়েছে। দ্বিতীয় ফেজ সম্পর্কে ইরকন জিএম জানান, আগরতলা রেল স্টেশনের সাথে নিশ্চিন্তপুর ইয়ার্ডকে ভায়াডাক্টের মাধ্যমে যুক্ত করতে ভায়াডাক্ট সাব স্ট্রাকচারের কাজ প্রায় শেষের পথে এবং পাইল ক্যাপ, পায়ার ও পায়ার ক্যাপ নির্মাণ ইত্যাদি অন্যান্য কাজও সময়মতো এগিয়ে চলেছে সবকিছু শুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং রেলওয়ে ও ইরকনের আধিকারিকদের সংশোধিত সময়সীমা অর্থাৎ জন, ২০২২-র মধ্যে ভারতের অংশের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেন। এই প্রকল্পের কাজের জন্য অর্থের কোনও সমস্যা হবে না বলেও আশ্বাস দেন ডোনার বিষয়ক মন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

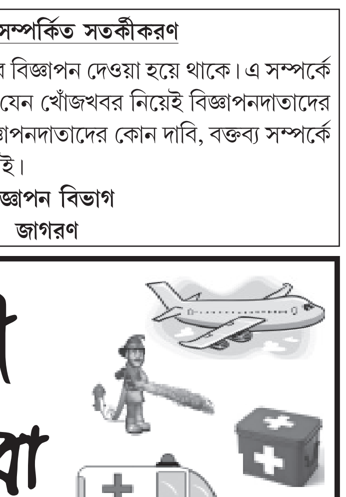

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরামে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সহ গ্রেফতার মায়ানমারের দুই নাগরিক রোহিঙ্গা

আইজল, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মিজোরামের লাংতলাই জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বহু গুলি সহ দুই মায়ানমারের নাগরিককে গ্রেফতার করেছে আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং পুলিশের যৌথ দল গতকাল বুধবার বিকেলের দিকে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী লাংতলাই জেলার লাইতলং এলাকায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তান্তর সংক্রান্ত এক ঘটনার খোলাসা করতে অভিযান চালানো হয়েছিল।

লাকংতলাই জেলার জোচাচুয়া এবং ভারং গ্রামের বুক চিরে প্রবাহিত সেকুল-লুই নদীর তীরে মায়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গিয়ারা অবস্থান করেছিল। একটি নৌকা নদীর তীরে আসে। যৌথ বাহিনী নৌকায় হানা দিয়ে তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তালাশি চালিয়ে মায়ানমারে তৈরি একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা মৃত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও তার স্ত্রী দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে মারা যান।তারমধ্যে দুই মেয়ে বিবাহ সূত্রে স্বামীর ঘরে জীবনযাপন করছে।এক ছেলে মুজাকির হুসেন চৌধুরী একাই নিজ বাড়িতে থাকতো।সম্প্রতি মুজাকির ডিএলএড পরিক্ষা দিয়েছে। আগামীতে টেট পরীক্ষায় বসার পরিকল্পনা রয়েছে তার।মুজাকির একাকিত্বের মাঝেও বেশ গুছিয়ে তার সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনের ন্যায় আজ দুপুর নাগাদ মুজাকির বাড়ির পাশের একটি মসজিদে নামাজ পড়ে তারপর দুপুর তিনটে নাগাদ নিজ ঘরে চলে আসে। কিন্তু মুজাকির ঘরে ফিরে আসলেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরও তার নড়াচড়া না পেয়ে মুজাকিরের চাচাতো ভাই আতিকুল ইসলাম চৌধুরী তাকে খুঁজতে আসে।বাড়িতে এসে দেখতে পায় মুজাকিরের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা।তখন তার চাচাতো ভাই তাকে ডাকাডাকি করলে কোন সারা শব্দ দেয়নি মুজাকির। এমতাবস্থায় আতিকুল চিৎকার চেঁচামেচি করলে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। লোকজন এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পান মুজাকির নিজ ঘরে দড়ি দিয়ে ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করেছ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানায়।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।সাথে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এদিকে মুজাকিরের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।তবে বছর পঁচিশের এক তরতাজা যুবক ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করায় গোটা বাঘন এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মা-ছেলে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সাক্ষীর মাধ্যমে ও প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয় যে,মৃতা অমিতা নাথকে তার ভাসুরের ছেলে সুপ্রিয় নাথ প্রথমে ধর্ষণ করে এবং পরবর্তীতে হত্যা কান্ড সংঘটিত করে। এবং ছেলেকে বাবা প্রদীপ নাথ ও মা সম্পা নাথ সকল রকমের সাহায্য করেছিল।তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত সুপ্রিয় নাথ ও তার বাবা মাকে গ্রেফতার করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২,৩৭৬ এবং ২০১ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। এই মামলায় মোট ত্রিশ জন সাক্ষী নিয়ে তদন্ত চালায় পুলিশ। যার মধ্যে তিন চার জন স্কুল ছাত্র রয়েছে।।তারপর দীর্ঘ দুই বছর চলে এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া। অবশেষে গত বারো সেপ্টেম্বর হয় এই মামলার হেয়ারিং। এবং আজ উত্তর জেলার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি গৌতম সরকার অমিতা নাথ হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত সুপ্রিয় নাথকে ৩০২ এবং ৩৭৬ দুটি ধরাতেই যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা করেন।সাথে অভিযুক্তের বাবা প্রদীপ নাথ ও মা সম্পা নাথকে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড সাথে দশ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করেন।এবং ২০১ ধারায় সাক্ষী লুপাটের দায়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা ঘোষণা করেন মাননীয় বিচারপতি। দীর্ঘ দুই বছর পর বহু আলোচিত অমিতা নাথ হত্যাকাণ্ডের রায় ও সাজা ঘোষণায় ধর্মনগর মহাকুমা জুড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরেছে।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় বীমা প্রকল্পের সুযোগ মৎস্যচাষীদের কাছে বেশি করে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বড় আকারের মাছের বাজার স্থাপনের উপর মৎস্য মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এজন্য মৎস্য দপ্তরকে একটি প্রকল্প নেওয়ার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে মৎস্য দপ্তর কর্ত'ক রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন মৎস্য প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করে মৎস্যমন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে মৎস্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। রাজ্যকে মাছচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে মাছের উৎপাদন ব'দ্ধি করা আবশ্যক। বর্তমানে রাজ্যের অনেকেই বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে এগিয়ে আসছেন যা আগামীদিনে মাছ উৎপাদন ব'দ্ধিতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে স্ব-রোজগারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মৎস্য মন্ত্রী বলেন, মৎস্য দপ্তরকে মডেল দপ্তর হিসেবে গড়ে তুলতে মৎস্য দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় রেখে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। বি'নসম্মত মাছ চাষে মৎস্য চাষীদের আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে। এইক্ষেত্রে দপ্তরের মৎস্য বি'নীদের অভি'তাকে আরও কাজে লাগানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভায় মৎস্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় বীমা প্রকল্পের সুযোগ আরও বেশি করে মৎস্যচাষীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অ্যাকুয়া রেচিং মাছের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ সহ মৎস্যচাষীদের কল্যাণে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় রাজ্যে মৎস্য দপ্তর দ্বারা রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরে মৎস্য অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা জানান, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় রাজ্যে রুই, কাতল ও ম'গেল মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি করার পাশাপাশি চিংড়ি পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি তৈরি করা হচ্ছে। এম জি এন রেগায় খননক'ত পুকুরে মৎস্য চাষের জন্য সুবিধাভোগীদের মধ্যে মাছের পোনা এবং মৎস্য সামগ্রী বিতরণের কাজ চলছে। পাশাপাশি সুসংহত মাছ চাষ কর্মসূচিতেও সুবিধাভোগীদের মধ্যে মাছের পোনা এবং অন্যান্য মাছের উপকরণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ৩৪টি নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। ডুম্বর জলাশয়ে ২৯ লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ছোট ও মাঝারি আকারে রঙ্গিন মাছের পোনা বড় করা, বায়োফ্লক পদ্ধতি মাছ চাষে ট্যাঙ্ক স্থাপন, মৎস্য চাষীদের পরিবহণের সুবিধার্থে সুবিধাভোগীদের মধ্যে যানবাহন প্রদান, মাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য ছোট আকারের মিল তৈরি, মাছের কিওসক নির্মাণ প্রভ'তি কর্মসূচি সমূহগুলি প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া, ডুম্বর জলাশয়ে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় এই বছর ২২৩৯ জন লাইসেন্সধারী সক্রিয় মৎস্য চাষীকে ৩ মাসের জন্য প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভায় রাষ্ট্রীয় ক'ষি বিকাশ যোজনায় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যে যে সমস্ত মাছ চাষ কর্মসূচি সমূহ নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের স্পনসর্ড কর্মসূচি সমূহ সম্পর্কে আলোচনায় মৎস্য অধিকর্তা বলেন, অ্যাশপিরেশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ধলাইয়ে ২০ হেক্টর এলাকায় পর পর দুবার মাছের ফলনের জন্য মৎস্য চাষের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বোর্ডের স্পনসর্ড কর্মসূচিতে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ৫টি ফিশ বিডিং ইউনিট স্থাপন করার কাজ চলছে। ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড রাজ্যের ১১টি নদীতে মাছের পোনা ছাড়ার জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে বলেও তিনি জানান।

সভায় মৎস্য অধিকর্তা আরও বলেন, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৪৭,৫২২ জন সুবিধাভোগীকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় মাছের পোনা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। তাছাড়া এই প্রকল্পে জনজাতি কল্যান দপ্তরের প্রদত্ত অর্থে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৪২৪০ জন জনজাতি সুবিধাভোগীকে মাছের পোনা এবং মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের অন্তর্গত ৮৭ জন এনএলএফটি (এস ডি) গোষ্ঠীর আত্মসমর্পনকারীকে মাছ চাষে স্ব-নির্ভরতার জন্য মৎস্য চাষের উপাদান দেওয়া হবে। তিনি জানান, নাবার্ড -এর আর আই ডি এফ-এর মাধ্যমে ৭টির মধ্যে ৩টি মাছ বাজার করা হয়েছে এবং বাকিগুলির কাজ চলছে। ৮টি খচরো মাছ বাজার তৈরি করা হয়েছে। ২টি মৎস্য চাষ নলেজ সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আরও ১৫টি মৎস্য চাষ নলেজ সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। কেইজ কালচারের মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য কেইজ কেনার দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলছে। আর আই ডি এফ-এর অধীনে মুখ্যমন্ত্রী নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প সর্ম্পকে ও সভায় আলোচনা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীন গ্রপ অ্যা'ডেন্ট ইন্স্যরেন্স স্কিম সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মৎস্য চাষে সরাসরি এবং মৎস্য সংশ্লিট ক্ষেত্রে যুক্ত এই প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষীদের ম'ত্যু হলে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৫ লক্ষ টাকা, স্থায়ীভাবে আংশিক অক্ষম হলে ২.৫ লক্ষ টাকা বীমার সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি হলে ২৫ হাজার টাকারও বীমার সুবিধা রয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

বেগম তার বড় ভাইয়ের সাথে ব্যাঙ্গালোরে তার স্বামীর কাছে যায়। তাছাড়া রাজমিনার ছোটভাই আব্দুল রসিদ ব্যাঙ্গালোরে থাকতো। তাই স্বামী ও ছোট ভাইয়ের ভরসায় রাজমিনা ব্যাঙ্গালোরে পাড়ি দেয়। এদিকে বড় ভাই বোনকে তার স্বামীর কাছে ব্যাঙ্গালোরে রেখে কিছু দেন থাকার পর নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কিন্তু গৌহাটি আসার পর বড় ভাইয়ের কাছে খবর আসে বোন রাজমিনা বেগম ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করেছে।সেই মুহূর্তে মৃতার ছোট ভাইকে ভয়ভীতি দেখিয়ে কাগজ পত্র ও সিগনেচার নিয়ে যায় রাজ মিনার স্বামী আব্দুল হোসেন ও তার তিন চার জন বন্ধু। পাশাপাশি ব্যাঙ্গালোরে স্থানীয় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়। তারপর বুধবার ব্যাঙ্গালোর থেকে স্বামী আব্দুল হোসেন ও মৃতার ছোট ভাই মৃত দেহ নিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে আসে। কিন্তু কফিন বন্দী মৃত দেহটি বিমানবন্দরে ফেলে স্বামী বিমানবন্দর থেকেই পালিয়ে যায়।তারপর মৃতার পরিবারের লোকজন ধর্মনগরের সাবাস পুড়ের নিজ বাড়ীতে মৃতদেহ নিয়ে আসেন।

মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর পরিবারের লোকজন দেখতে পান মৃতা গৃহবধূ রাজমিনা বেগমের শরীরে অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।এই ক্ষতের চিহ্ন দেখে তাদের মধ্যে দেখা দেয় সন্দেহ। তারপর গতকাল রাত্রিবেলা মৃতার মা লায়লা বেগম কদমতলা থানায় মেয়ের জামাই আব্দুল হোসেনকে অভিযুক্ত করে একটি হত্যার মামলা দায়ের করেন। মৃতার পরিবার থেকে অভিযোগ করে বলা হয়,তাদের মেয়েকে অভিযুক্ত স্বামী ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে।

রাজমিনাকে খুন করে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করার কথা বলছে স্বামী আব্দুল হোসেন। মৃতার বাবার বাড়ির লোকজন দাবি করেছেন পুনরায় ময়নাতদন্তের।তবে পরিবারের লোকজন মৃতদেহ দেখে এবং স্বামীর পালিয়ে যাওয়া ও মৃতার ছোট ভাইকে আটকে রেখে জবরদস্তি সিগনেচার করানোয় একপ্রকার নিশ্চিত যে,স্বামী আব্দুল হোসেন পরিকল্পিতভাবে রাজমিনাকে হত্যা করেছে।পাশাপাশি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাবাসপুড় এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।এখন দেখার বিষয় পুলিশ তদন্তে নব্য বিবাহিত গৃহবধূর মৃত্যুর রহস্য কতটুকু উদ্ঘাটন হয়।নাকি পুলিশি তদন্তের নামেই একটি পরিকল্পিত হত্যার ঘটনা চাপা থেকে যায়, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বহুজনের

● প্রথম পাতার পর

ফুসফুসের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি কোভিড নেগেটিভ হন। কিন্তু তাঁর দেহে অক্সিজেনের মাত্রা কিছুতেই বাড়ছিল না। বলা যায়, চিকিৎসকরা তাঁর দেহে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক করতে পারছিলেন না। ফলে, মঙ্গলবার কোভিড নেগেটিভ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। আজ সকাল ৭-টা ১৯ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সিপিএম পার্টি সূত্রের খবর, আজ বিকাল ৫-টা ২০ মিনিটের বিমানে গৌতম দাশের মরদেহ কলকাতা থেকে আগরতলায় আনা হয়। আগামীকাল তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের প্রয়াণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছেন। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুক বার্তায় বলেন, সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি প্রয়াতের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত পরিবার ও প্রিয়জনদের এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন। এছাড়া তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

প্রতিমা বলেন, সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদ শুনে আমি ব্যথিত। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন রাজ্যের রাজনৈতিক আঙিনায় আত্মবিনিয়োগ করে গেছেন তিনি। দুরূহ এই সময়াবর্তে ঈশ্বর তাঁর পরিবার পরিজন ও গুণগ্রাহীদের শোক কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করুন। বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা এক শোক বার্তায় বলেন, সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং পরিবার ও প্রিয়জনদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, প্রয়াত গৌতম দাশের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা সহ পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, গৌতম দাশের অসুস্থতা চলছিল বহুদিন থেকে। কয়েক মাস আগেও হাসপাতালে ভরতি হয়ে তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। কিন্তু এবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ এভাবে চলে গেলেন, তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে।

মানিক সরকারের দাবি, দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে নিজেকে উৎসারিত করে দেওয়া সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মজীবনে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক উচ্চ চেতনা এবং প্রথম সারির একজন সংগঠক হিসেবে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন গৌতম দাশ। তাঁর রেখে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মস্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মানিক সরকারের কথায়, এই অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মিলিত ধারাবাহিক অন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই এই ক্ষতি অতিক্রম করা সম্ভব হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আজ গৌতম দাশের প্রয়াণে সিপিএম পলিটব্যুরো এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে, কঠিন সময়ে তাঁর প্রয়াণ পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। গৌতম দাশ ২৬ আগস্ট ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আগরতলার নেতাজি স্কুলে শিক্ষা শেষ করে সত্তরের দশকে তিনি স্নাতক স্তরে পড়ার জন্য এমবিবি কলেজে ভরতি হন। কলেজস্তরে পড়াশোনার সময়ই তিনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্র ফেডারেশনের সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি পার্টির মুখপত্র 'সাপ্তাহিক দেশের কথা'র সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময়ই ১৯৬৮ সালে তিনি পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৫ আগস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'ডেইলি দেশের কথা' প্রকাশনার শুরুর দিন থেকে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার নেন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। গৌতম দাশ ১৯৮৬ সালে পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ১৯৯৪ সালে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য হন। ২০১৮ সালে পার্টির ২২-তম সম্মেলনে তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০১৫ সালে ২১-তম পার্টি কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন গৌতম দাশ।

আজ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির সভায় গৌতম দাশের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা রাজ্যে পার্টির সমস্ত দফতরে আজ থেকে তিনদিন প্রয়াত গৌতম দাশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং এই তিন দিন পার্টির সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রাখা হবে। আজ বিকেলে তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে আগরতলায় আসার পর সিপিএম-এর পশ্চিম জেলা কার্যালয়ে মরদেহ রাখা হয়। আগামীকাল দুপুর ১২টায় শোক মিছিল করে তাঁর মরদেহ বটতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য নেওয়া হবে। এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় প্রয়াতের মৃতদেহ সেখানে প্রেস ক্লাবের পদাধিকারী সহ সাংবাদিকরা শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

সোনামুড়া হাসপাতালে তার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। এর পর তাকে থানার লকআপে রেখেছিল পুলিশ। তিনি বলেন, জামাল ডাকাতি এবং এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। পূর্বের মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তাঁর দাবি, শরীরিক অসুস্থতায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কারণ, বুধবার রাতেই বুকে ব্যথা হচ্ছে বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন জামাল। তাই, তাকে ওষুধ দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু পরের দিন সকালে লকআপের ভেতরেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

জামাল হুসেনের মৃত্যুর বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সিপাহিজলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা এস বন্দোপাধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করছেন।

হেফাজতে

● প্রথম পাতার পর

ওপর আক্রমণ করেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মহকুমাশাসক দেবদাস দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লালহিম মলসম সহ পুলিশের দল গিয়ে কোনও রকমে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বিডিও বিজয়ন্ত সরকারকে উদ্ধার করেন। অন্য আধিকারিকরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন।

ওই ঘটনা জেলাশাসকের কাছে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন বিডিও বিজয়ন্ত সরকার। মুখ্যসচিব গতকালই ভারপ্রাপ্ত ডিজিকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। গতকাল রাতেই মনু বাজার থানার পুলিশ সুজিত দেবনাথ (২৯), সঞ্জয় পাটারি (২৪), বিশ্বজিৎ পাল (৪৬), সিবাস দেবনাথ(৫০) এবং জয়ন্ত দেবনাথ (৪৬)-কে গ্রেফতার করে। আজ তাদের সাব্রুম আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। আদালত তাঁদের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

জরিমানা করা হয় ভাসুর প্রদীপ নাথ এবং ভাসুরের স্ত্রী শম্পা দেবনাথকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ২০১ নং ধারায় সাক্ষী বিলোপ করার কারণে তাদেরকে আরোও অতিরিক্ত ৭ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এই রায়ে ধর্মনগরবাসী বিচার ব্যবস্থার উপর সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

প্রাঙ্গন

আগামীকাল ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ ১৮ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখল কিউয়ি দল। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলবার পর আইসিসি একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠে এর আগে ২০০৩ সালে শেষবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান।

ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরায় পাকিস্তানের ক্রিকেট অনুরাগীদের মন উতফুল্ল হলেও বাবরদের হতাশ হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রথম সারির কিউয়ি ক্রিকেটাররাই পাকিস্তানে খেলতে আসেননি। কেন উইলিয়ামসনেরা গিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সেখানে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব খেলবেন তারা। আগামীকাল শুক্রবার রাওয়ালপিন্ডিতে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম একদিনের আয়োজিত হবে। মার্চ মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতার পর এই প্রথম একদিনের খেলতে নামবে কিউয়িরা। তাদের অধিনায়ক টম ল্যাথাম প্রথম ওয়ানডেতে নামার আগে বলেন পাকিস্তানের কাছে এই সিরিজ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তারা সেটা জানেন। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। বাবর আজমের দুরন্ত শতরানে ভর করে ছয় উইকেটে জয় পেয়েছিল পাকিস্তান। সেই বাবর আজম বলছেন বহু প্রতীক্ষিত দিনটা এসেই গেল। তাদের পুরো ক্যাম্প ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে মুখিয়ে আছে। পাকিস্তানের অধিনায়ক আরো বলেন কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিনম্যাচের সিরিজটি খেলার জন্যে তারা লম্বা প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন মাঠে নেমে দেশের লক্ষ লক্ষ দর্শকদের খুশি করতে চায় পাকিস্তান দল।

আসন্ন এশিয়ান টিটি চ্যাম্পিয়ানশিপের ঘোষিত ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন মনিকা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রত্যাশিতভাবেই আসন্ন এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন স্টার প্যাডলার মনিকা বাত্রা। এর আগে সোনেপাতে এক অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল ফেডারেশন যাতে অংশ না নেওয়ার ফলেই মনিকাকে দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছে বলে খবর। সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ থেকে দোহাতে বসছে এশিয়ান টিটি চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর। এই টুর্নামেন্টের কন্য আজ দল ঘোষিত হয়। প্রত্যাশিতভাবেই সেই দল থেকে বাদ পড়েছেন মনিকা বাত্রা।

মনিকার অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন বঙ্গললনা সুতীর্থা মুখার্জি। বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৯৭ নম্বরে থাকা সুতীর্থা সদ্য সমাপ্ত টোকিও গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সুতীর্থার সঙ্গে দলে রয়েছেন আইহিকা মুখার্জি (১৩১), অর্চনা কামাথ (১৩২)। অন্যদিকে, পুরুষদের দলে রয়েছেন শরথ কমল (৩৩), জি সাথিয়ান (৩৮), হরমিত দেশাই (৭২), মানব ঠাক্কার (১৩৪) এবং সানিল শেট্টি (২৪৭)।

প্রসঙ্গত, ফেডারেশনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল ন্যাশনাল ক্যাম্পে যোগ না দিলে জাতীয় দলে নির্বাচন করা হবে না। মনিকার ক্ষেত্রেও তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনিকা আগেই ফেডারেশনকে জানিয়েছিলেন তিনি ব্যক্তিগত কোচের সাথে পুনেতে অনুশীলন করবেন।উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে না টিটির সর্বশক্তিধর দেশ চিন। ফলে পদক জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে সুতীর্থাদের। -হিন্দুস্থান সমাচার /

স্থগিত হয়ে গেল বিরাট কোহলিদের নিউজিল্যান্ড সফর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের করোনার প্রভাব ক্রিকেটে। এবারের মত স্থগিত হয়ে গেল ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজ।ই সিরিজটি আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল নিউজিল্যান্ডেই। করোনার জেরে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বহু দ্বিপাক্ষিক সিরিজই স্থগিত হয়ে গিয়েছে। সেগুলি আগে শেষ করতে হবে নিউজিল্যান্ডকে। যে কারণে পরের বছর পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল বিরাট কোহলিদের নিউজিল্যান্ড সফর।

নিউজিল্যান্ড বোর্ডের এক কর্তার দাবি, করোনা ভাইরাসের কারণে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা একাধিক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আগেই স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি আগে শেষ করতে হবে। এর অর্থ হল, পরের গ্রীষ্মে ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। একে একে নিউজিল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার কথা রয়েছে নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের। এর পর নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ২০২২ সালের ৪ মার্চ-৩ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে সেই টুর্নামেন্ট। অর্থাৎ যা খবর তাতে পরের বছর অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই নিউজিল্যান্ড সফরে যেতে পারে ভারত।

নিউজিল্যান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ ডেভিড হোয়াইট এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের প্লেয়ারদের কথাটাও ভাবতে হবে। ওরা শীতকালের দীর্ঘ সূচির পর বাড়ি ফিরবে। বাড়ির সঙ্গে থাকার জন্যও তো ওঁদের কিছুটা সময় দিতে হবে।' নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আইসিসির ২০২৩ সালের ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ডের এই সিরিজ।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন নাইজিরীয় স্ট্রাইকার চিমা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : লাল-হলুদ জনতার একসময়ে মন জয় করেছিলেন চিমা ওকারি। এবার এলেন নতুন চিমা।

এসসি ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা। আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চতুর্থ বিদেশিকে সই করাল এসসি ইস্টবেঙ্গল। এর আগে নরওয়ের ক্লাব মোল্ড এফকে-র হয়ে তিন বার সে দেশের লিগ জিতেছেন এই স্ট্রাইকার।

শতবর্ষের ইস্টবেঙ্গলে সই করতে পেরে খুশি চিমা। তিনি বলেন, ""ঐতিহাসিক এই ক্লাবে সই করতে পেরে ভাল লাগছে। আমি দলকে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ জেতানোর চেষ্টা করব।"" মোল্ডের হয়ে খেলার সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান কোচ ওলে গুন্নার সোলজার একটা সময় কোচিং করিয়েছেন মোল্ড এফকে-কে। চিমা যদিও তাঁর অধীনে খেলেননি। এসসি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া স্ট্রাইকার বলেন, ""আমি এর আগেও অনেক কোচের অধীনে খেলেছি। তাই এসসি ইস্টবেঙ্গলে নতুন কোচের অধীনে খেলতে সমস্যা হবে না।""

বিরাট ভারতীয় ক্রিক্রেটের সম্পদ, দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিরাট কোহলিকে ভারতীয় ক্রিক্রেটের সম্পদ আখ্যা দিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ জানিয়েছেন, তিনি সমস্ত ফরম্যাটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। বিরাটের একটি ঘোষণার পরই এমনটা জানিয়েছেন সৌরভ। বৃহস্পতিবার টুইট করে বিরাট কোহলি জানিয়েছেন, দুবাইয়ে টি২০ বিশ্বকাপের পর টি২০ ক্রিকেটে ভারতের অধিনায়ক থাকবেন না তিনি। অর্থাৎ দুবাইয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের পর ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আর অধিনায়ক হিসেবে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

বিরাটের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৌরভ জানিয়েছেন, 'ভবিষ্যতের রোডম্যাপের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। টি২০ অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ধন্যবাদ। আমরা তাঁকে আসন্ন বিশ্বকাপ ও ভভিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি। আশা করছি তিনি ভারতের জন্য প্রচুর রান করতে থাকবেন।'

শহর জুড়ে চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

কলকাতা,১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর বেশি দেরি নেই ভবানীপুরে উপনির্বাচনের। চলতি মাসের শেষেই ভবানীপুরে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই শহরে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দল গুলি শুরু করে দিয়েছে প্রচার। ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের তরফে দাড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে বিজেপির তরফে দাড়িয়েছে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। প্রতিদিনই বিজেপি তৃণমূলের তরফে চালানো হচ্ছে প্রচার। আর তাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। এদিন চক্রবেড়িয়া, যদুবাবুর বাজার, পদ্মপুকুর এলাকায় রুট মার্চ চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

আইপিএলে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন পন্থই, ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলবেন শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আইপিএলের বাকি পর্বের জন্য অধিনায়ক বেছে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিল্লির অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্থ। ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলবেন নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

আইপিএল শুরুর ঠিক আগে কাঁধে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। তাঁর কাঁধে অস্ত্রোপচারও করতে হয়। বাধ্য হয়ে আইপিএলে পন্থকে অধিনায়ক করেছিল দিল্লি। তাঁর নেতৃত্বে দিল্লি নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিল। তবে করোনার ধাক্কায় আইপিএল বন্ধ হয়ে যায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব। কাঁধের অস্ত্রোপচারের পর ফিট শ্রেয়সও। তিনি দলের আগে দুবাই পৌঁছে গিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন।

অনেকেই মনে করেছিলেন, শ্রেয়সকেই ফের অধিনায়ক হিসাবে দেখা যাবে দলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পন্থের নেতৃত্বেই আস্থা রাখল দিল্লির টিম ম্যানেজমেন্ট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতেই ৬ গোল তবুও স্বস্তি পাচ্ছেন না গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই ৬ গোল।শুরুটা দুরন্ত করলেও, পেপ গুয়ার্দিওলার শিবিরে তবুও অস্বস্তি কাটছে না।এত্তিহাদ স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।আরবি লেপজিগকে ৬-৩ গোলে উড়িয়ে দিল ম্যান সিটি। জয়র উচ্ছ্বাসের মাঝেও পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছেন না ম্যান সিটি কোচ। তাঁর দল ৬ গোল দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তিন গোল হজমও করতে হয়েছে। অনামী এনকুনকুর হ্যাটট্রিক। তাবড় তাবড় ডিফেন্ডার দলে থাকলেও, আটকাতে কিন্তু পারেননি।

তাই জয়ের মাঝেই রক্ষণ নিয়ে চিন্তা শুরু পেপের। কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বেই তো তাঁর দলকে খেলতে হবে পিএসজির বিরুদ্ধে।আর সেই দলে রয়েছেন মেসি, নেমার এবং এমবাপ্পে। ঘরের মাঠে জয়ের সঙ্গে খানিকটা উতকণ্ঠা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল সিটি কোচকে।

এদিন ম্যাচের ১৬ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল ম্যান সিটি রক্ষণের ন্যাথান একেইর।২৮ মিনিটে লিপজিগের আত্মঘাতী গোলে ম্যান সিটি ফের এগিয়ে যায়। কিন্তু লড়াইটা অতটাও সহজ ছিল না। লেপজিগের তরুণ এনকুনকুর একার চেষ্টাতেই লেপজিগকে লড়াইয়ে ফেরান। ৪২ মিনিটে ব্যবধান কমান তিনি। যদিও প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ম্যান সিটির তিন নম্বর গোলটি করে দেন রিয়াদ মাহেরিজ।যদিও প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ম্যান সিটির তিন নম্বর গোলটি করে দেন রিয়াদ মাহেরিজ। বিরতির পর ম্যান সিটি আরও তিন গোল দেয়। জয় কার্যত তাদেরই পাকা ছিল। কিন্তু হ্যাটট্রিক করে সকলের নজর কাড়লে লেপজিগের এনকুনকু।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ে দু'ধাপ পিছিয়ে ১০৭ নম্বরে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার ব্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে গেল ভারত। ফিফার সদ্য প্রকাশিত ব্যাঙ্কিং তালিকায় ভারত রয়েছে ১০৭ নম্বরে। নেপালের বিরুদ্ধে দু''টি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে অপরাজিত থাকলেও সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে দু'ধাপ পিছিয়েছে ভারত। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে যা বড়সড় ধাক্কা।

একা ভারতই নয়, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশও। তারা একধাপ পিছনে হেঁটে অবস্থান করছে ১৮৯ নম্বরে। এছাড়া সাফে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী বাকি তিনটি দেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও আয়োজক মলদ্বীপের ফিফা ব্যাঙ্কিং যথাক্রমে ১৬৮, ২০৫ ও ১৫৮।

ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছে যথারীতি বেলজিয়াম। দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে ব্রাজিল। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স একধাপ পিছিয়ে চার নম্বরে চলে গিয়েছে। এক ধাপ উঠে এসে তিন নম্বরে অবস্থান করছে হ্যারি কেনের ইংল্যান্ড।ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালি আগের মতই পাঁচ নম্বরে রয়েছে। ছয় নম্বর জায়গা ধরে রেখেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্তিনা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল স্পেনকে টপকে ৭ নম্বরে চলে এসেছে। স্পেন একধাপ পিছিয়ে অবস্থান করছে ৮ নম্বরে। মেক্সিকো আগের মতই ৯ নম্বরে রয়েছে। একধাপ উঠে প্রথম দশে চলে এসেছে ডেনমার্ক।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইন্টার মিলানকে হারিয়ে যাত্রা শুরু রিয়াল মাদ্রিদের

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন করিম বেঞ্জেমারা। মরসুমের প্রথম ম্যাচে সিরি-এ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের মুখে নেমেছিল স্প্যানিশ সুপার জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ ড্র দিয়েই শেষ হতে চলেছিল, সেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো।

সান সিরোয় বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ ডি-র নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৩ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। ৪-৩-৩ ছকে মাঠে নেমেছিল রিয়াল। ইন্টার মিলান খেলে ৩-৫-২ ছকে। প্রথমার্ধে দুই দলই গোলের একাধিক সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। ম্যাচের প্রথমার্ধে আধিপত্য ছিল ইন্টারের।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে লুকা মদ্রিচের জায়গায় আসেন কামাভিঙ্গা ও লুকাস ভাসকোয়েজের বদলি হিসেবে নামেন রদ্রিগো। ব্যাস এতেই শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে কামাভিঙ্গার পাস থেকে দুর্দান্ত ভলিতে বল জালে জড়িয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন রদ্রিগো।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছল "ইনস্পিরেশন ৪" রকেট, ৩-দিন মহাকাশে থাকবেন ক্রু সদস্যরা

ফ্লোরিডা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকার ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে চার মহাকাশ পর্যটক নিয়ে রওনা দিয়েছে স্পেস এক্সের "ইনস্পিরেশন ৪" রকেট। পৃথিবীর কক্ষপথে এটিই বিশ্বের প্রথম নাগরিক মহাকাশ অভিযান। ৩ দিন মহাকাশে থাকবেন চার মহাকাশ পর্যটক। আমেরিকার সময় অনুযায়ী, মধ্যরাতে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে চার ক্রু মেম্বারকে নিয়ে রওনা দিয়েছে রকেটটি। স্পেস এক্সের "ড্রাগন" মহাকাশযানে সওয়ার হয়েছেন আমেরিকান ধনকুবের জ্যারেড আইজ্যাকম্যান। তিনদিনের মহাকাশ ট্রিপে আইজ্যাকম্যানের সঙ্গী হয়েছেন ২৯ বছরের ক্যান্সার জয়ী হ্যালে আরসেনক্স, ভূ-বিজ্ঞানী সিয়ন প্রোক্টর ও মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ক্রিস সেমব্রোস্কি।

WALK - IN - INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at **Dhalai District Polytechnic,** Ambassa on 21st September, 2021 from 11:00 A.M. onwards for the engagement of Guest/ Visiting Lecture(s) of the following subjects:-

Civil Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering, Electrical Engineering, Computer Sc. & Engineering, Mathematics, Chemistry and Management and allied subjects.

Eligibility Criteria:

(i) For Engineering subjects, BE/B.Tech in the relevant branch with first class or equivalent. if any candidate has ME/M.Tech then first class in either Masters Degree or Bachelors degree.

(ii)For Management and allied subjects, first class at Master Degree in Management or Commerce. Candidate should be able to teach like Industrial Management, Engineering Economics & Financial Accountancy.

(iii) For Mathematics/Chemistry, first class at Master Degree in Mathematics/ Chemistry.

The engagement will be purely on temporary basis at remuneration of Rs. 400/- per class for maximum 180 classes during academic session 2021-22. Interested candidates are hereby informed to report by 11:00 A.M. on 21st September, 2021 positively with original and photocopies of relevant documents, bio-data and a passport size photograph. Candidate must filled-up online form **https://docs.:google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0DzABKAHBHxjwQRbXnt4hxQGxjbU100fEN4Fde-1NbjggeA/viewform,** before appearing the interview. The details information will be available in the Institute website **www.ddpambassa.ac.in**

No TA/DA will be provided for attending the interview.

Sd/- (Er. Sajal Kanta Das)
Principal (I/C)&H.O.
Dhalai District Polytechnic
Ambassa, Dhalai

ICA-D-880/2021-22

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&13), Agartala, West Tripura Tripura invites tender against press NIT NO 32/EE/PNIT/MECH-DIVN/AGT/ 2021-2022 Dated. 14.09.2021.

For (i) Round the clock watch & ward of the ADM Plant & related machineries and also time to time Trial Run of ADM plant , Paver Finisher, Tripper & Exeavetor, Tendom Vibratory Road Roller etc. in/c preventive maintenance by servicing oiling, greasing etc. at Demdamia, Agartala, under Mechanical Sub-Division-1, Aganala. West Tripura during the year 2021-22.
DNIT NO:-24/E.E/DNIT/MECH.DIV/AGT/2021-22.
Estimated cost : Rs. 2,51,742.00
Earnest Money : Rs. 2,517.00
Time of Completion :— 180 (one hundred eighty) Days.

(ii) Round the clock watch & ward of the ADM Plant & related machineries and also time to time Trial Run of ADM plant, Paver Finisher etc including preventive maintenance by servicing oiling, greasing etc. at Garadtilla, Kamalpur under Mechanical Sub-Division, Kumarghat during the year 2021-22.
DNITNO.-25/EE/DNIT/MEcH.DIV/AGT/2021-22.
With Estimated cost : Rs. 199,518.00
Earnest Money Rs. 1,995.00
Time of Completion : 180 (one hundred eighty) Days.

(iii) Round the clock watch & ward of the ADM Plant & related machineries and also time to time Trial Run of ADM plant, Paver Finisher,Tripper & Backhoe Loader etc. including preventive maintenance by servicing oiling, greasing etc. at Pathartilla, Panisagar under Mechanical Sub-Division, Kumarghat during the year 2021-22.
DNIT NO.-26/EE/DNIT/MECH.DIV/AGT/2021-22.
With Estimated cost : Rs.2,32,680.00
Earnest Money Rs.2,327.00
Time of Completion : 180 (one hundred eighty) Days.

(iv) Round the clock watch & ward of the ADM Plant & related machineries and also time to time Trial Run of ADM plant, Paver Finisher, Tripper & Excavetor, Tendom Vibratory Road Roller etc. in/c preventive maintenance by servicing oiling, greasing etc. at Santirbazar, under Mechanical Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura during the year 2021-22,
DNITNO:-28/EE/DNIT/MECH.DIV/AGT/2021-22.
With Estimated cost : Rs. 2,28,858.00
Earnest Money Rs. 2,289.00
Time of Completion .2-'180 (one hundred eighty) Days.
Last Date of submission for bids : 29-09-2021 up to 15.00 Hrs.

Executive Engneer
Mechanical Division
Agartala, Tripura

ICA-C-2149/2021-22

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
TRIPURA WEST :: KHUMULWNG
F.No.4 (424)/ADC/VEH/EE (Mech)/ 2021/1786-94
Dated. 15/9/2021.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
2nd Call

Sealed quotation are hereby invited from the interested Owners of vehicle having valid registration with commercial permit for hiring of **1(One) no. Mahindra & Mahindra Bolero Model B6 BSVI** in white colour in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council for a period of 1(one) year initially.

The interested persons/vehicles Owner can submit the quotation for per day detention charges and rates per kilometer run separately with supporting valid documents such as (i) **1st** & **3rd party** insurance coverage certificate (ii) Pollution clearance certificate along with refundable Earnest Deposit money of **Rs.1000/-(Rupees one thousand)only by Demand Draft in Form-2** in favour of the Executive Officer(Admn), TTAADC, Khumulwng payable at Tripura Gramin Bank, Khumulwng Branch by Registered Posts and reach on or before **30/09/2021 at 3:00** PM. No quotations will be received by the undersigned by hand directly. The quotation documents will be opened on the same day **i. e. 30/09/2021 at 3:30pm** in presence of quotationers or their authorized representatives. Supply/Work order will be given to the **1st lowest Bidder.**

Sd/- Illegible
Executive Officer (Admn)
TTAADC, Khumulwng

TTAADC/ICA&T/C-33/2021

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:-08/E0/TRRDA/ 2021-22 date: 15/9/2021
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

The **Empowered Officer,** Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for special repair of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the district of **North** for **3 number of packages with total estimated cost for 2718.11 lakh** from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD / TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD/Central & State Public Sector undertakings*.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: **15/9/2021 (dd/mm/yyyy)**
Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: **16/10/ 2021 upto 1500 HRS.**
For further details please log on to **www.pmgsytenderstrp.gov.in**

Empowered Officer, Tripura RRDA
Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala
ICA-C-2143/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:**11/EE/PWD(R130)/ STB/2021-22 DATED, 07-09-2021** The **Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered witti PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 29-09- 2021.** for the **following works:- 1]** Mtc. of Road surface From NH 08 to Ashram Colony J.B School Via Gas Godown (L= 1.50 K.M) & Mtc. of Road surface From Gas Godown to R.K.Ganj (PMGSY road) Via Balaram Das Para Angwadi Centre (L=0.800 K.M) under santirbazar sub-division /S:H:- pot holes repairs, Carpeting Re-carpeting, Seal Coat & Sand seal coat. Estimated Cost:- **Rs. 3,29,29,701.37 2]** Mtc. of road from Murasingh para market to Ranirkilla via Dwarka Murasingh para school (L=0.500km) and Garo Colony Bazar to kalibari road (L-2.50 k.m) /S:H:- Repairs to road by Re-carpetingf Repairs of Pot Holes, old sand seal coat , road side drain etc. Estimated Cost:- **Rs. 24,26,621.00 3]** FIDEZ/ Mtc. of road from Kalacherra Bazar to PMGSY Road (Prati prasad para to Ananda Das Para) Via Ananda Das Para, Ananta Para(L=2.00km) /S:H:- WBM-III, soling ,Carpeting & seal coat. Estimated Cost:- Rs. 23,87,057.00 4] Mtc. of road from Takmacherra to 52 colony (L-5.75 k.m) /S:H:- Flat brick soling, road side drain etc. Estimated Cost:- **Rs 15,54,580.00 5]** FDR/ Mtc. of road from Santirbazar-Bagafa road (Ashramtilla Mahadeb Mandir) to R.K. Ganj road (upto Hanging Bridge) (L=0.500 km) /S:H:- WBM-III, Soling ,Carpeting & Seal Coat , Pucca drain etc. Estimated Cost:- **Rs 20,29,840.00 6]** Prpviding and fitting fixing road cat eye & road marking with hot applied Thermi5p,rastic compound etc at different roads under the jurisdiction of PWD(R&B)Santirbazar Sub-Division 4-During the year 2021-2022. Estimated Cost:- **Rs. 10,26,975.00 7]** Mtc. of roadisfrom B.B road to Ashwini Tripura para (L-4.50 k.m) /S:H:- Repairs to road by Re-carpeting, Repairs of Potholes, road side drain etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.630 k.m. Estimated Cost:- **Rs 15,59,535.00 8]** Mtc. of road from NH08(T13) to Shyamsundar Para (L073)(L=2.613Km)/ SH:- WBM Grading-3, Grouting, Carpeting, Seal coat etc. during the year 2021-22 (Group-II). Estimated Cost:- Rs 15,32,628.00 9] Mtc. of various roads under the jurisdication of Santirbazar PWD (R&B) Sub-division/ Mtc. of Bailey bridges on different roads by providing fitting fiiiing various spare parts as per requirement. Estimated Cost:- Rs 8,28,108.00 10] Mtc. of PWD Inspection Bunglow at Santirbazar South Tripura/SH:- Dismantling, painting, flooring works, Parking Lane etc. during the year 2021-22. Estimated Cost:- **Rs 6,88,736.00**

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

ICA-C-2138/2021-22

শুক্রবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। বৃহস্পতিবার মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় মন্ডপে মন্ডপে। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

সিপাহীজলা নৌকা ঘাট থেকে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড় ঘটিকায় পাঁচ বন্ধু মিলে সিপাহীজলা নৌকাঘাট যায় বুট চলার জন্য। কিন্তু দীর্ঘ ঘন্টাখানেক পর এসে দেখে সিপাহীজলা নৌকা ঘাট থেকে এক বন্ধুর সুপার প্লেন্ডার বাইকটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে ওই যুবকের। পরবর্তী সময়ে খবর দেয় বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু সিপাহীজলা নৌকা ঘাট থেকে নতুন নয় কিছুদিন পর পর সেখান থেকে বাইক চুরি হয়ে যায়। কিন্তু সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের ভূমিকা নেই। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে কি করে পর্যটকরা পর্যটন দপ্তরের ঘুরতে আসবে তা নিয়ে এক প্রকার প্রশ্নের মুখে রয়েছে। বাইকটি চুরি হওয়ার সময় অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক শুয়েছিল বাইকের সামনে। বিশালগড় থানার পুলিশ এসে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের সাথে কথাবার্তা বললেও তাকে গ্রেফতার করেন নি। ছেড়ে দের ওই যুবককে।পর্যটকদের দাবী যাতে নৌকা ঘাট এলাকায় সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়।

বর্ডার গোলচক্কর দুর্গাপাড়া এলাকায় বিজেপির অফিস ভাঙচুর করেছে স্বদলীয় দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাতের অন্ধকারে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বর্ডার গোলচক্কর দুর্গাপাড়া এলাকায় বিজেপির অফিস ভাঙচুর করেছে স্বদলীয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজ্যের শাসক দল বিজেপিতে আভ্যন্তরীন কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। নব্য বিজেপিরা আদি বিজেপিদের উপর হামলার ঘটনা পর্যন্ত সংঘটিত করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নানা অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আগরতলা শহর সংলগ্ন বর্ডার গোলচক্কর দুর্গাপাড়া এলাকায় বিজেপির অফিস ভাঙচুর করেছে স্বদলীয় নব্য বিজেপি দুর্বৃত্তরা। ৩৩ নংওয়ার্ডের বিজেপির ১৭ বুথ অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। এলাকাবাসীর দাবি নব্য বিজেপির কার্যকর্তারা এই ঘটনাটি সংঘটিত করেছে। রাজ্যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসার আগে থেকে যারা দলীয় কাজকর্ম করে আসছে তারা অভিযোগ করেছে বর্তমানে যারা এসব হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ ও সংগঠিত করে চলেছে তারা নির্বাচনের পর দল ক্ষমতায় আসায় বিরোধীদল সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। তারা স্বার্থান্বেষী। স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যেই নানা অনৈতিক কাজ করবে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এমনকি দলীয় অফিসে পর্যন্ত হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত করছে। দলীয় অফিসই যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে এলাকার মানুষের বাড়িঘর কিভাবে নিরাপদ থাকবে সেই প্রশ্নও তুলেছে তারা। এসব দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পর্যায়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা। অন্যতায় দীর্ঘদিন ধরে তারা যারা বিজেপি দলের কর্মী হয়ে কাজ করে চলেছে তারা দলত্যাগ করতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
এ বিষয়ে বটতলা পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে ধর্মনগর ট্রাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে ধর্মনগর ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু যানবাহন আটক করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নামলো ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তর। যারা শহরের নো পার্কিং জোনগুলোতে যানবাহন রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে শহরে অনায়াসে ঘুরাফেরা করছে তাদের যানবাহন গুলোতে অত্যাধুনিক জেম মেশিন লাগিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে।ট্রাফিক দপ্তরের তরফে করা হচ্ছে আর্থিক জরিমানাও। পাশাপাশি যেসকল দ্বি-চক্রযান যান চালকেরা শহরে হেলমেট বিহীন অবস্থায় বেরিয়েছে তাদের বাইকের প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঠিক আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদেরকে করা হচ্ছে আর্থিক জরিমানাও। ধর্মনগরের অফিসটিলাতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ট্রাফিক দফতরের কর্মীরা অভিযানে নামেন। মোট ৬ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তরের অফিসার ইনচার্জ পংকজ দেবনাথ।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ধর্মঘট ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়।

রোহিঙ্গা সন্দেহে ৪৬ জন বেদে আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক ৪৬ জন কলকাতা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাইদ্যা গোষ্ঠী।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার দুপুর বেলা কলকাতা থেকে একদল বাইদ্যা ত্রিপুরার সোনামুড়া মহাকুমা বক্সনগর পুটিয়া বাইদ্যা বস্তিতে আনোয়ার হোসেন নামে এক দালালের হাত ধরে আসে। একসাথে এতগুলো বাইদ্যা বস্তিতে আশায় এলাকার কোন সোর্সঃ বিএসএফের কাছে খবর দেয়। ও দিন রাতে আনুমানিক ৩ ঘটিকার সময় পুটিয়া বিওপির জওয়ানরাগিয়ে ৪৬ জন ভারতীয় নাগরিককে রোহিঙ্গা সন্দেহে বি ও পি তে আটক করে নিয়ে যান। ৪৬ জন বাইদ্যার মধ্যে ৩০ জন ছিলেন পুরুষ লোক, ১০ জন মহিলা সহ ছয়জন শিশু ছিল। রাতভর বিএসএফের উর্দতন কর্তৃপক্ষ সহ জওয়ানরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিএসএফের কর্তৃপক্ষ রা সন্দেহভাজন ৪৬ জন বাইদ্যা নাগরিকদের বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে অবৈধ কোন নথিপত্র মেলেনি, মেলেনি বহিঃ দেশের কোন নথিপত্র। তাদের কাছে ভারতীয় আইডেন্টি কার্ড সহ আধার কার্ড, ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। এইসব প্রমাণ তথ্য পেয়ে বিএসএফের কর্তৃপক্ষ তাদের সসম্মানে বস্তিতে ছেড়ে দেন।তারা বর্তমানে পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাইদ্যা বস্তিতে অবস্থান করছেন। তাদের সরদার অর্থাৎ দালাল হিসেবে পরিচিত আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তি। তার পরিচালনায় এই বস্তি চলে। জানা গেছে তিনি বাংলাদেশ কিংবা বহি রাজ্য থেকে কমিশনের বিনিময়ে বাইদ্যাদের তুলে নিয়ে আসেন। পুটিয়া বাইদ্যা বস্তিতে ৫ থেকে ৬ টি পরিবার সরকারি সহযোগিতা পান। কারণ তাদের কাছে অরজিনাল কাগজপত্র রয়েছে। তাই তাদের সরকার রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সরকারি ঘর বিভিন্ন সহযোগিতা করছেন। তবে তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারা যায় তারা যেখানে স্থান পায় ওইখানেই রাত কাটায়। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে আগত বাইদ্যাদের মূল ব্যবসা হল হল ম্যাজিক দেখিয়ে কিংবা তাবিজ বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা। তারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে এই ব্যবসা চালান। তারা এক প্রকার কচুরিপানার মত। তবে বিএসএফে তাদের দু দিনের সময় দিয়েছে এখানে থাকার জন্য। করুণা প্রাক্কালে তাদের নিজের স্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন।

হাতিপাড়ায় নেশাকারবারীদের হাতে আক্রান্ত সত্যভাষণের সংবাদকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। এবার নেশা সামগ্রী পাচারকারী এবং মাদক মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত সত্যভাষণ পত্রিকার সংবাদকর্মী তথা ডিটিপি অপারেটর প্রসেনজিৎ পাল। গতকাল গভীর রাতে গান্ধীগ্রাম হাতিপাড়া এলাকায় এক সহকর্মীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ী অরুন্ধতিনগরে ফিরে আসার সময় দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন প্রসেনজিৎ। জানা গেছে এই এলাকাটি নেশা কারবারিদের রমরমা এবং মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাদের রোষানলে এবার পড়তে হলো সত্যভাষণ পত্রিকার সংবাদকর্মী প্রসেনজিৎকে। গভীর রাতে সহকর্মীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন তিনি। তাদের আক্রমণে রাস্তায় ছিটকে পড়েন প্রসেনজিৎ।
তার মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে টানা কয়েক ঘণ্টা রাস্তার মধ্যে অচেতন অবস্থায় পরে থাকার পর বেশী রাত হয়ে যাবার পর যখন প্রসেনজিতের মা তার মোবাইলে ফোন করে তখনই এক পথচারী জানায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন প্রসেনজিৎ। সাথে সাথেই প্রসেনজিৎ এর বাবা ও এক ভাই সহ অন্যান্য সহকর্মীরা ছুটে গিয়ে তাকে দমকল বাহিনীর লোকজনদের সাহায্যে সংকটাপন্ন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রসেনজিৎ এর মাথায় আঘাত লাগায় বর্তমানে সে কোমায় রয়েছে। এদিন জিবি হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছে আইএলএস হাসপাতালে। এ নিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা প্রসেনজিৎ এর মোবাইল ও মানি পার্টস থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

রাস্তার বেহাল অবস্থা, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ধলাই নদীর বাঁধের রাস্তার বেহাল অবস্থার দরুন জন দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের অধীন ফুলছড়ি থেকে কমলপুর ঝুলন্ত সেতু এলাকার শতাধিক পরিবারের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।গত চার বছর ধরে ফুলছড়ি থেকে কমলপুর ঝুলন্ত সেতু পর্যন্ত ধলাই নদীর পশ্চিম তীরে বাঁধের রাস্তা বেহাল দশায় পরিনত হয়েছে। মনুষচলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ দুই কিলোমিটার এই বেহাল রাস্তার উপর নির্ভর করে প্রায় শতাধিক পরিবার সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ ও যান বাহনগুলি প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করে।

আমবাসা- কমলপুর বাইপাস রোডটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আমবাসা কমলপুর বাইপাস রোডটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশায় পরিণত। বাইপাস রোড সংস্কারের তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাতে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় আমবাসা কমলপুরের বাইপাস রোড। বছর খানেক আগে কুলাই বাজার সংলগ্ন ব্রিজ ভেঙ্গে পরে নদীতে।পাশাপাশি আমবাসা চান্দ্রাই পাড়া স্কুলসংলগ্ন ব্রিজটি বেহাল দশার কারণে একমাত্র বাইপাস সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আমবাসা কচুছড়া ভায়া কমলপুর রাস্তাটি। ফলে জাতীয় সড়কের সব ছোট বড় গাড়ি এই রাস্তাকে ব্যবহার করে যাতায়াত করতো। যদিও গত কিছুদিন পূর্বে ঐ ব্রিজগুলি চালু হয়। কিন্তু বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে আমবাসা কচুছড়া ভাইয়া কমলপুর রাস্তাটি। ছোট গাড়ি বাইক এমনকি এম্বুলেন্স পর্যন্ত কচু ছড়া, ডাব বাড়ি, বলরাম এলাকায় আসা যাওয়া করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে গোটা রাজ্যে চলছে ব্যাপক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাত পোহালেই বিশ্বকর্মা পূজা। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে গোটা রাজ্যে চলছে ব্যাপক তৎপরতা। ধর্মপ্রাণ মানুষ বিশ্বকর্মা পূজার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন। রাত পোহালেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। কুমোর পাড়াতে বিভিন্ন স্থানে কারখানা হাট -বাজারে স্টুডিও তে চলছে প্রতিমার শেষ তুলির টান এবং কাজের সর্বশেষ মহড়া।প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নানা স্থানে চলছে শিল্পীদেব প্রতিমা তৈরী করতে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম।
আর কয়েক ঘন্টা পর শুক্রবার গোটা দেশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি,বেসরকারি কল কারখানায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, সেন্ডিকেটে যান বাহন মালিক ও অনেকের বাড়িতেই হবে বিশ্বকর্মা পূজা।উদয়পুর মহকুমার নেহেরু সুপার মার্কেটে মহিলা শিল্পী অনু দাস দেবনাথ জানান ,৫৪ বছর ধরে পূর্ণিমা স্টুডিওতে মাটির মূর্তির কারখানা রয়েছে। ২০ বছর একাজে স্বামী স্বপন দেবনাথ ও দুই ছেলে সুভাষ ও ছোট ছেলে অপু দেবনাথ সহ রাজ্যের বাইরে কয়েকজন শিল্পী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে অনু দাস দেবনাথ জানান, গত বছর ১৪০ টি মূর্তি তৈরি করেছেন। আর এবছর ৮০ টি তৈরী করলেন। এখন পযন্ত ৫৬ টি মূর্তি বিক্রি হয়েছে।আশা বাকী মূর্তি গুলিও বিক্রি হবে।তবে এবছর লাভ অনেক কম। এদিকে উদয়পুর বাজারে ফল ও মালা সাজিয়ে বসে আসে দোকানীরা। রাজ্য করোনার দাপট কমে গেছে। ফলে অনেকেই আনন্দে উৎসবে মেতে উঠেছে।
সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।শুক্রবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। দেব শিল্পীর পূজা উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র বাজার হাটে প্রচন্ড ভিড় পরিলক্ষিত হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে ক্রেতা সাধারণের হাত পুড়ছে অগ্নি শর্মা মূল্যে। এও আবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজোর প্রাক্কালে। দেব শিল্পীর পুজোর প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার বাজারে পা রেখেই প্রত্যক্ষ করা গেল জম জমাট বাজার। করোণা পরিস্থিতি কালে এমন জমজমাট বাজাজ প্রত্যক্ষ করা যায়নি ইদানীং কালে। বাজারে মৃৎ শিল্পীরা প্রতিমা সাজিয়ে বসে আছে খদ্দেরের অপেক্ষায়। তেমনি ফল ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও পসরা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু প্রতিমা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফলমূলের দাম অগ্নি শর্মা। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে দেবশিল্পীর পুজোয় ক্রেতা সাধারণের হাত পুড়ছে। কিন্তু এরপরেও কোন কিছুতেই খামতি রাখতে চাইছেন না বাজারে আসা ক্রেতাসাধারণ। এদিন প্রতিমা বিভিন্ন দামে বিক্রি হতে দেখা গেল। বাজারে আসা ক্রেতারা জানালো, দেব শিল্পীর মালা থেকে শুরু করে প্রতিমার দাম গগণচুম্বী, একই অবস্থা বিভিন্ন ফলমূলেরও। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারেও মানুষজন চাইছে দেব শিল্পীর পুজোয় আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক আগামী শুক্রবার।
অভিশপ্ত করোনা ভাইরাস যেন কাল না হয়ে দাঁড়ায় এই দেব শিল্পীর পুজোর দিনে। তবে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা ভুলে গিয়ে তেলিয়ামুড়া বাজার জমজমাটের চেনা ছন্দে।

শপিং মলের কর্তব্যরত মহিলা কর্মীর সাথে অসভ্য আচরণ কুমতলবে অশ্লীল কথাবার্তায় আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগরের শপিং মল বিশাল মেঘা মার্টে এসে কর্মরত এক মহিলা কর্মীর সাথে অসভ্য আচরণ ও কু মতলবে অশ্লীল কথাবার্তা বলার দায়ে এক বখাটে যুবকের বিরুদ্ধে মামলা।ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলার অভিযোগে অভিযুক্ত মোঃ আব্দুল আহাদ আটক।তারপর জামিনে মুক্তি।
ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাটি সুষ্ঠভাবে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার সদর ধর্মনগর শপিং মল বিশাল মেঘা মার্টে গতকাল বিকেল বেলা শপিং করতে যায় কদমতলা থানা এলাকার ইছাই লালছড়া এলাকার মোঃ আব্দুল আহাদ। কিন্তু শপিং করতে গিয়ে শপিং মলে কর্মরত এক মহিলা কর্মীর সাথে অসভ্য আচরণ ও কু মতলবে অশ্লীল কথাবার্তা শুরু করে। তখন কর্তব্যরত মহিলা কর্মী বিষয়টি শপিং মল কতৃপক্ষকে অবগত করে। তারপর অভিযুক্ত মোঃ আব্দুল আহাদের নামে ধর্মনগর মহিলা থানায় শ্লীলতাহানীর মামলা দায়ের করা হয়। মহিলা থানার পুলিশ ৩৭ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে।তারপর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে জামিনে অভিযুক্ত মোঃ আব্দুল আহাদকে মুক্তি দেয় পুলিশ। পাশাপাশি মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাটি সুষ্ঠভাবে তদন্ত করে দেখছে।

নদী ভাঙ্গন রোধে জল সম্পদ দপ্তরের ভূমিকায় স্বস্তি জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘ বাম জামানার সঞ্চিত সমস্যা অনেকটাই নিরসন হয়েছে। সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যের উন্নয়নে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অব্যাহত রয়েছে। তবে রাজ্যবাসী বর্তমান সরকারের কাছে আরেকটু আশা প্রত্যাশা দাবি করছেন। বিগত বাম আমলে উত্তর জেলার যুবরাজ নগর ব্লকাধীন ডুপিরবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর এলাকার বাউল টিল্লা নামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদী ভাঙ্গনে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।বাউল টিল্লার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাকড়ি নামক একটি ছড়া ধীরে ধীরে দুপাশ ভেঙ্গে নদীতে রুপ ধারণ করে।কাকড়ি নদীটি বাংলাদেশে গিয়ে মিশেছে। এক কালের ছড়াটিতে বর্তমান বর্ষাকালে বড্ড ভয়াবহতা দেখা যায়।আর তাতে করে বাউল টিল্লাতে অবসিত একটি মন্দির,দশ থেকে বারো টি বসত বাড়ি সহ কৃষ্ণপুর বাজারে ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। ভাঙ্গন দেখা দেয় ধর্মনগর টু তিলথৈ সংযোগী কাকড়ি ব্রিজেও। বর্ষাকালে নদীর প্রবল জলশ্রুতে নদীর দু পাশের কৃষি জমি সহ অনেক বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর জলে ভেসে গিয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা। পূর্বতন সরকারের নিকট উক্ত নদী ভাঙ্গন রোধে বার বার দাবি জানালেও নদী ভাঙ্গন রোধে তমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তৎকালীন রাজ্য সরকার। কিন্তু দু হাজার আঠারো বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাউল টিল্লা এলাকার দীর্ঘদিনের নদী ভাঙ্গন সমস্যা রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্য সরকার।
দু হাজার কুড়ি সালে নভেম্বর মাসে জল সম্পদ দপ্তর থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে তিনশো মিটার সি সি ব্লক বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।নদী ভাঙ্গন রোধে তিনশো মিটার সিসি ব্লকের বরাত পান বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য নামের এক কন্টাকটার। সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী কাকড়ি নদীর জলস্রোতের হাত থেকে বাউল টিল্লা সহ কাকড়ি ব্রীজকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যে জোর কদমে চলছে সিসি ব্লক বসানোর কাজ। যদিও নদীর জলস্রোতে বাউল টিল্লায় অবস্থিত লোকনাথ মন্দিরটি বিপদসীমার উপর রয়েছে।তবে বর্তমানে সিসি ব্লক বসানোর ফলে এই বর্ষা মরশুমে বাউল টিল্লা সহ তিনশো মিটার এলাকায় তেমন কোন নদী ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়নি।তবে এই কাকড়ি নদীটি বাউল টিল্লা ছাড়াও কৃষ্ণপুর বাজার সহ পাঁচ থেকে ছয়টি বসত বাড়িতে ভাঙ্গনের তান্ডব চালাচ্ছে। এলাকাবাসীদের দাবি বাউল টিল্লা ছাড়াও কৃষ্ণপুর বাজারের আশপাশের অংশে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সিসি ব্লক বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক। নতুবা বসতবাড়ি গুলি সহ কৃষ্ণপুর বাজারটি নদীগর্ভে চলে যাবে।
এদিকে জল সম্পদ দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রূপম অধিকারী জানান, উনারা সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী কাকড়ি নদীর ভাঙ্গনরোধে সিসি ব্লক বসাচ্ছেন। তিনশো মিটারে প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক সিসি ব্লক বসানো হবে। সম্প্রতি এই কাজের গুণগত মান নিয়ে যুবরাজ নগর ব্লকের বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে নদী ভাঙ্গন রোধে সিসি ব্লক বসানোর কাজ সম্পূর্ণ রুপে শেষ হবে বলে আশাবাদী জলসম্পদ দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রূপম অধিকারী। অপরদিকে স্থানীয় এলাকাবাসী জানান, বাউল টিল্লা এলাকার কাকড়ি নদীর পাশে সিসি ব্লক বসানোর ফলে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পরিচালিত লোক।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালকে সংবর্ধনা দেয়া হয় বিজেপি সদর জেল কমিটির তরফ থেকে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।